আর্য্যধর্ম্ম

ও

তদ্ব্যাখ্যাতৃগণ।

মূল্য ৶০ আনা।

আর্যধর্ম্ম ও তদ্ব্যাখ্যাতৃগণ *

হে মহান পরমদেব, তুমি কৃপা করিয়া অন্তরের দৃষ্টি বিশুদ্ধ করিয়া না দিলে আমার সামর্থ্য কি যে আর্য্য ঋষিগণের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগের প্রচারিত ধর্ম্ম এবং সেই ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতৃগণের বিভিন্ন দিক্ একত্র করিয়া তন্মধ্যে সামঞ্জস্য অবধারণ করি। যখন বিষয়টি মনে প্রতিভাত হয়, তখন জানিতাম না যে ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বধামে গমন করিবেন। তিনি ঋষিগণের ধর্ম্মকেই আপনার জীবনের সর্ব্বস্ব করিয়াছিলেন। দিব্য দৃষ্টিতে তিনি উহার যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎসহ অপরাংশের বিরোধ প্রতীত হইলেও যে উহা বিরোধ নয় বিরোধাভাসমাত্র, তাহা দেখাইবার জন্য উপযুক্ত সময় ইহারই মধ্যে উপস্থিত হইবে, ইহা বিষয়নির্ব্বাচনসময়ে কিছুই বুঝিতে পারি নাই। সময় উপস্থিত বটে, কিন্তু হে দেব, সামর্থ্য কোথায় যে সকল বিরোধভঞ্জন করিয়া নির্ব্বিবাদ ভূমিতে ঋষিগণের ধর্ম্ম আনিয়া উপস্থিত করি। সামর্থ্য নাই, এ কথা যে বৃথা বিনয়প্রদর্শনজন্য বলিতেছি না, তাহা তুমি বিলক্ষণ জান, আমারও সে সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই। তুমি আপনি যাহা দেখাইয়াছ, বুঝাইয়াছ, যদি কেবল তাহারই অনুসরণ করিয়া এ দুরূহ কার্য্যসাধন করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিব। এ বিষয় বলিতে গিয়া

* ১৩ই মাঘ উপাধ্যায়প্রদত্ত-বক্তৃতামূলক।

যদি কোথাও ভ্রান্তি উপস্থিত হয়, কালসহকারে তাহা অপসারিত হইবে, কিন্তু ইহার মধ্যে যাহা সত্য তাহা চিরদিন সাধকদিগের যোগধর্ম্মসাধনে সহায় হউক, এই তব চরণে বিনীত ভিক্ষা।

বেদের অন্তভাগের নাম বেদান্ত। বেদান্ত বেদের ব্যাখ্যান, একথা বলিলে ইহা বুঝায় না যে, ব্যাখ্যানের ভিতরে কিছুই নূতন নাই, সকলই পুরাতন। পুরাতন সত্যের ভিতরে তাহার এমন সকল দিক্ লুক্কায়িত থাকে, যাহা ব্যাখ্যান বিনা কিছুতেই প্রকাশ পায় না। সত্য বহুমুখীন। যদি কোন সত্য কালসহকৃত উন্নতি আপনার ভিতরে অন্তর্ভূত করিয়া লইতে না পারে,তবে উহা কখন সত্য নয়। সত্য বীজমাত্র, উহার বর্দ্ধনশীল ভিতরে প্রকাণ্ড বৃক্ষ লুক্কায়িত। এই বৃক্ষ যুগযুগান্তরে কত ব্যক্তিকে ছায়া দান করিবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। বেদের ভিতরে যে সত্যবীজ প্রচ্ছন্ন-ভাবে ছিল, বেদান্ত তাহার আবিষ্কার ও ব্যাখ্যা করিলেন। বেদান্ত নাম দিয়া পরবর্ত্তী সময়ে অনেকগুলি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সে সকল সম্প্রদায়বিশেষের মতপ্রতিপোষণের জন্য রচিত। কোন সম্প্রদায়ের সহিত সম্বন্ধবিরহিত দশ খান উপনিষৎ ঋষিগণের ধর্ম্মব্যাখ্যানে প্রধান সহায়। মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত বেদান্তসূত্র এই সকল উপনিষদের মীমাংসাকরিবার জন্য রচিত। শ্বেতাশ্ব-তরোপনিষৎ খানি পৌরাণিক ধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত, কিন্তু এখা-নিও বেদান্তসূত্র-প্রণয়নের অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান ছিল এরূপ বিশ্বাসকরিবার যখন কারণ পাওয়া যায়, তখন ইহাকেও আমরা ঋষিগণের ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। বেদান্তশাস্ত্রের ভিতরে প্রবেশ করিতে গেলে মাণ্ডুক্যোপনিষৎখানি ভাল করিয়া বোঝা চাই। অন্যান্য উপনিষদের মূল সূত্র কি,

এই খানি ভাল করিয়া বুঝিলে বুঝিতে পারা যায় *। আমরা যখন জাগ্রদবস্থায় থাকি, তখন আমাদের এই দৃশ্যমান বিশ্বের সহিত সম্বন্ধ। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ এই বিশ্বকেই বিভক্ত ভাবে গ্রহণ করে। এই বিশ্বের যিনি আত্মা বা নিয়ন্তা তাঁহাকে বৈশ্বানর বলে। দ্যুলোক, সূর্য্য, বায়ু, আকাশ, জল, পৃথিবী, আহবনীয় অগ্নি, এই সাতটি ইহার অঙ্গ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত এই উনিশটি উঁহার মুখ। এই সকল দ্বারা ইনি স্থূল বিষয়সমূহ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই বৈশ্বানর সাধারণতঃ বিশ্বনামেও অভিহিত হন। ইনি বহিঃপ্রজ্ঞ অর্থাৎ বাহিরের বিষয় সমুদায় জানেন। বেদের সময়ে ঋষিগণের যখন কেবল বাহ্যজগতের সহিত সম্বন্ধ ছিল, তখন তাঁহারা অন্তররাজ্যে প্রবেশ করেন নাই। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহারা বাহিরের বিষয় গ্রহণ করিতেন, বাহিরের বিষয়সমুদায় পাইবার জন্যই তাঁহাদিগের অভিলাষ ছিল, তাহারই জন্য তাঁহারা অগ্নি-সূর্য্যাদিতে প্রতিষ্ঠিত শক্তির নিকটে প্রার্থনা করিতেন। এস্থলে উপনিষৎ বেদের ন্যায় বহির্বিষয়সকল গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এইরূপ গ্রহণে উপনিষৎ নিজের প্রণালী উহার সঙ্গে মিশাইয়াছেন। সমুদায় জগৎ ব্রহ্মেতে বিদ্যমান, ব্রহ্ম আত্মা অর্থাৎ নিয়ন্তা হইয়া সকল জগতে বিদ্যমান। এই নিয়ন্তা আত্মা বাহিরে,

---

* মুক্তিকোপনিষৎ প্রাচীন না হইলেও উহাতে যে লিখিত আছে—"মাণ্ডুক্যমেকমেবালং মুমুক্ষূণাং বিমুক্তয়ে। ততোঽপ্যসিদ্ধঞ্চেৎ জ্ঞানং দশোপনিষদঃ পঠ॥"—এক মাণ্ডুক্যই মুমুক্ষুগণের মুক্তির পক্ষে যথেষ্ট। তাতেও যদি জ্ঞান সিদ্ধ না হয়, দশখানি উপনিষৎ পাঠ কর—ইহার কারণ উপরে যাহা বলা হইল তাহাই।

অন্তরে, জীবচৈতন্যে বিরাজমান থাকিয়াও ঐসকলের অতীত হইয়া আছেন। এই যে নিয়ন্তা আত্মার চারি প্রকারে স্থিতি, তদনুসারে উঁহার চারিপাদ উপনিষৎ কল্পনা করিয়াছেন। জাগ্রদবস্থায় বিশ্বে প্রকাশমান নিয়ন্তা আত্মা প্রথমপাদ। এখানে বেদের সহিত বেদান্তের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইলেও "দেবগণের বল বা শক্তি একই" এই বৈদিক মূলতত্ত্ব ধরিয়া সূর্য্যাদিতে ভিন্নভিন্নরূপে প্রকাশমান নিয়ন্তা একই, কেন না এক এক পদার্থে নিয়ন্তৃরূপে বিদ্যমান থাকিয়াও তিনি তাহাতে বদ্ধ নহেন তাহার বাহিরেও বিদ্যমান। সকল ভূতের অন্তরাত্মা হইয়া বিদ্যমান নিয়ন্তাকে পরিগ্রহকরিবার জন্য উপনিষৎ নিম্নস্থ মূলতত্ত্ব বেদ হইতে গ্রহণকরিয়া 'বহিশ্চ' এই শব্দে আপনার বিশেষ ভাব তাহার সঙ্গে সংযুক্ত করিয়াছেন।

রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।

"সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা রূপে রূপে প্রতিরূপ হইয়া আছেন, বাহিরেও আছেন।" প্রতিরূপ হইয়া আছেন, এ কথার অর্থ কি? যিনি আত্মা যিনি চৈতন্য তিনি সূর্য্যেতে সূর্য্য হইলেন, অগ্নিতে অগ্নি হইলেন, বায়ুতে বায়ু হইলেন, জলেতে জল হইলেন, পৃথিবীতে পৃথিবী হইলেন, আকাশে আকাশ হইলেন, এ কিরূপ কথা। "সেই প্রেরয়িতা শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু" উপনিষৎ এই কথা বলিয়া প্রেরয়িতা এবং প্রেরিত, নিয়ন্তা ও নিয়ম্য, এ দুইয়ের মধ্যে স্বরূপে একতা দেখাইয়াছেন। স্বরূপের একতা না থাকিলে এক অপরের উপরে কোন ক্রিয়াপ্রকাশ করিতে পারে না। স্বরূপে একতা থাকিলেও, অপৃথক্ ভাবে উভ-

য়ের নিত্য স্থিতি হইলেও মোক্ষার্থী ব্যক্তি প্রেরিত ও প্রেরয়িতার ভিতরে প্রেরিতত্ব-ও-প্রেরয়িতৃত্বরূপ যে নিরতিশয় পার্থক্য আছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হন *। বেদান্তে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ব্রহ্মই উপদিষ্ট হইয়াছেন †। উপাসনাবিধিতে আদি যাহা কিছু উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সর্ব্বাত্মরূপে প্রেরয়িতৃরূপে ব্রহ্মকেই গ্রহণ করিতে হইবে, বেদান্তসূত্রের এই বিধি। সুতরাং বেদান্তে বৈদিক রীতির অনুসরণ করিয়া যেখানেই সূর্য্যাদির উল্লেখ হইয়াছে, সেখানেই উহাদের প্রেরয়িতা পরমাত্মা উল্লিখিত হইয়াছেন, ইহা বুঝিতে হইবে। বাহিরে যে সকল রূপ দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে কল্যাণতম প্রেরয়িতার রূপ আবৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। সাধনের দ্বারা সেই আবরণ উন্মোচন করিয়া ব্রহ্মের মঙ্গল মূর্ত্তি অবলোকন করিতে হইবে, স্বয়ং বেদান্তের এই সুস্পষ্ট বিধি ‡। এই মঙ্গলমূর্ত্তিদর্শন অতি স্বাভাবিক। কেন না সূর্য্যাদি হইতে নিরন্তর জীবগণের যে মঙ্গল হইতেছে, সে মঙ্গল কিছু সূর্য্যাদি করিতেছেন না, তৎপ্রেরয়িতা পরব্রহ্ম হইতে তাহা নিরন্তর প্রবৃত্ত হইতেছে।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ খানি সামবেদের অন্তিমভাগ। সুতরাং যে কয়েক ভাগে সামগান হইয়া থাকে, সেই সেই ভাগের সহিত ইহাতে বেদান্তসিদ্ধ উপাসনা সংযুক্ত করা হইয়াছে। সাম ও

---

* শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচোহ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ। চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥ তল, ১ (১) ১।২।
টীকা—ধীরাঃ শ্রোত্রাদিভ্যঃ তত্তৎসামর্থ্যভূতং কারণম্ অতিমুচ্য অতিশয়েন পৃথক্কৃত্য অস্মাৎ লোকাৎ প্রেত্য অমৃতাঃ ভবন্তি।

† সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ। ১। ২। ১।

‡ ঈশ ১৫।১৬। বৃহ ৭।১৫।

psalm একই কথা। ঋগ্বেদোক্ত স্তোত্র (অবশ্য তদরিক্তও আছে) গানে পরিণত করিয়া যজ্ঞের সময়ে গীত হইয়া থাকে, এজন্যই উহাকে সাম বলা হয়। হিঙ্কার, প্রস্তাব, উদ্গীথ, প্রতিহার, ও নিধন সামগান এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত। ওঙ্কার ও উপদ্রব (ফেরতা গান) এ দুইটি ধরিলে সামগানের সাতটি বিভাগ। সামগানেতে প্রাণের ক্রিয়া প্রকাশ পায়। এই প্রাণই বেদান্তমতে পরোক্ষ ব্রহ্ম। সমুদায় পদার্থ ও সমুদায় ব্যাপারে সাম-বা-স্তোত্রগান-উপলব্ধি-করিবার জন্য উপদেশের উদ্দেশ্য এই যে, যিনি সমুদায় জীব ও জগতের প্রাণ হইয়া নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন, সমুদায় পদার্থ সমুদায় ব্যাপার তাঁহারই স্তোত্রগান করিতেছে, এই সত্য প্রত্যক্ষ করিলে কোন পদার্থ বা ব্যাপার জগৎপ্রাণ পরব্রহ্মের সহিত যোগের অন্তরায় উপস্থিত করিবে না। পৃথিবী, অগ্নি, অন্তরিক্ষ, আদিত্য, দ্যুলোক; বর্ষণের পূর্ব্বে প্রবৃত্ত বায়ু, মেঘ, জলবর্ষণ, বিদ্যুৎপ্রকাশ, পুনরায় মেঘের বাষ্পাকারে পরিণাম; বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত; অজা, অবি, গো, অশ্ব, পুরুষ; প্রাণ, বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র, মন; উদয়ের প্রক্রম, উদয়, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ, অস্তগমন; অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, নক্ষত্র চন্দ্রমা; ত্রয়ী বিদ্যা, তিন লোক, অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য এই তিন, নক্ষত্র, পক্ষী কিরণ ও এই তিন, সর্প, গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগণ এই তিন; লোম, ত্বক্, মাংস, অস্থি, মজ্জা, কেবল এই সকল পাঁচ পাঁচটিতে নয়, সমুদায় পদার্থে ও অগ্নিমন্থনাদি সমুদায় ব্যাপারে পাঁচ বিভাগেবিভক্ত সামগানে এবং হিঙ্কারাদি-সপ্ত-ভাগ, বাক্, ও আদিত্যে সপ্তভাগেবিভক্ত সামগানে জগৎপ্রাণ পরব্রহ্মের স্তোত্র-বন্দনা হইতেছে, এই দৃষ্টিতে সামোপাসনা করিবে। দৈহিক

লোক ব্যাপারে *এবং স্থাবর জঙ্গম সমুদায় পদার্থে ব্রহ্মের ব্যাপ্তি দর্শন করিয়া তাঁহার প্রেরণায় নিখিলকর্ম্মনির্ব্বাহ †, বেদান্তের প্রথম শিক্ষা। জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয়গোচর সমগ্র জগতের সহিত আমাদের সম্বন্ধ যখন অপরিহার্য্য, তখন বিশ্বে বিশ্বাত্মার সহিত একাত্মতাসাধন যে যোগের, (Objective যোগের) প্রকৃষ্ট পন্থা, ইহা আমরা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারি না। বাহ্য জগৎসম্বন্ধে বেদান্ত সর্ব্বত্র এই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন। মাণ্ডুক্যোপনিষৎ অল্প কথায় উহা সর্ব্ব প্রথমে দেখাইয়াছেন। বলিতে হইবে, এখানে ব্রহ্মের প্রাণ-বা-ক্রিয়াশক্তির সহিত সাধকের যোগ।

বাহ্য জগৎ হইতে বেদান্ত যখন অন্তর্জগতে প্রবেশ করিলেন, তখন বৈদিক পন্থা পরিহার-করিয়া বেদান্তের পন্থার আরম্ভ হইল। আমরা যখন নিদ্রিতাবস্থায় থাকি তখন আমাদের বাহ্য জগতের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এখন আমাদের মানস-জগতে স্থিতি। বাহিরে যাহা কিছু ছিল, তাহা আর এখন বাহিরে নাই, অন্তরে মনোমধ্যে উহা প্রকাশ পাইতেছে। বাহিরের বিষয়সমূহ যখন বাহিরের সহিত সম্বন্ধনিরপেক্ষ হইয়া অন্তরে প্রকাশ পায়, তখন আমরা উহাকে স্বপ্ন এই আখ্যা দিয়া থাকি।

---

* ছান্দোগ্য ৩।৫।১৫—১৭।

† ঈশ ১।২। ঈশোপনিষদের এই দুইটি প্রবচন সমগ্র বেদান্তের উপাসনার তত্ত্ব কি তাহা প্রদর্শন-করে। স্থাবর জঙ্গম সমুদায় পদার্থ ঈশ্বরকর্তৃক আচ্ছাদিত করিয়া লইয়া তাঁহার প্রদত্ত ভোগ্য ভোগ করিলে সাধকে কর্ম্মের দোষ স্পর্শ করে না, ঈশোপনিষদের এই উক্তির উপরে সমুদায় গীতা প্রতিষ্ঠিত।

জাগ্রদবস্থায় বাহ্যজগতের সহিত সম্বন্ধ, স্বপ্নাবস্থায় অন্তররাজ্যের সহিত সম্বন্ধ। বাহিরে যে সমুদায় বিষয় ছিল, সেই গুলি এখন অন্তরে সংস্কারের আকারে প্রকাশিত, বাহিরের ইন্দ্রিয়গণ এখন অন্তরে সামর্থ্যমাত্রে প্রতিভাত, সুতরাং বাহ্যজগতে প্রকাশমান বিশ্বাত্মার যে সাতটি অঙ্গ ও উনবিংশতি মুখ কল্পিত হইয়াছে, ইহাতেও তাহাই কল্পিত হইয়াছে। ইনি সূক্ষ্মবিষয়সমূহ গ্রহণ করেন বলিয়া ইহার নাম তৈজস। স্থূলের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, কেবল প্রকাশস্বরূপ, এজন্য ইহাকে তৈজস আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইনি অন্তঃপ্রজ্ঞ, কেন না অন্তরের বিষয় সকল জানেন। বাহ্যজগন্নিরপেক্ষ হইয়া স্বপ্নে অন্তর্জগতে বিচরণ, বেদান্ত এই ব্যাপারটিকে দেহনিরপেক্ষ আত্মার স্বরূপপরিগ্রহের উপায়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। পরলোকতত্ত্বের আবিষ্কারপক্ষেও বেদান্ত ইহাকে প্রধান সহায় করিয়া লইয়াছেন। আমরা যাহা দেখিয়াছি শুনিয়াছি, সেইগুলি স্বপ্নে মনের নিকটে প্রতিভাত হয়। সুতরাং এখানে কেবল মনের শক্তিই প্রকাশ পায়, আত্মা বা পরমাত্মার কোনতত্ত্ব এতদ্দ্বারা লাভকরা যায় না, বৈদান্তিক ঋষিগণ এ কথা মানেন না। তাঁহারা একথা মানিয়াছেন, স্বপ্নে যে সমুদায় দৃষ্ট বা অনুভূত হয়, সে সমুদায় আত্মা নহে, কিন্তু তিনি যে স্বপ্রকাশ স্বয়ং জ্যোতি এবং তাঁহারই প্রকাশে মনের নিকটে স্বপ্নে অনুভূত বিষয়সমূহ প্রকাশ পায়, তাহাতে আর তাঁহাদের কোন সংশয় নাই। আত্মা স্বপ্রকাশ ও স্বয়ং জ্যোতি হইলেও পরমাত্মাকে ছাড়িয়া তাঁহার স্বপ্রকাশত্ব বা স্বয়ং জ্যোতিষ্ট্ব থাকিতে পারে না, স্বপ্নে অনুভূত বিষয়সমূহও ব্রহ্মশক্তিনিরপেক্ষ হইয়া উদ্ভূতকরিবার তাঁহার কোন শক্তি নাই, সুতরাং

স্বপ্নাবস্থায় যাঁহাকে তৈজস নামে অভিহিত করা যায়, তিনি মনোরাজ্যে প্রকাশমান পরমাত্মা।

এই মনোরাজ্যে বা চিন্তার রাজ্যে যিনি প্রকাশমান তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য উপনিষৎ যে সাধন প্রণালী নিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা অতি আশ্চর্য্য। বাহিরের রাজ্যে

রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ

এই শ্রুতিটী যেমন সাধকের অবলম্বন, তেমনি

অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ

এই শ্রুতিটী অন্তররাজ্যে অবলম্বন। মধু ব্রাহ্মণ এই অন্তর-রাজ্যের সাধনের প্রণালী দেখাইয়াছেন। প্রকৃতি, জীব ও নিয়ন্তা এ তিনের একতায় ব্রহ্মেতে সর্ব্বৈক্য সমুপস্থিত হয়। এই সর্ব্বৈক্য-সাধনের পক্ষে মনন বা চিন্তার প্রাধান্য। পৃথিবীপ্রভৃতিতে যিনি তাহাদিগের নিয়ন্তা হইয়া অবস্থিত, তাঁহাকে প্রত্যক্ষকরা এ এক কথা, আর সেই পৃথিবীপ্রভৃতি প্রাণিগণের যে উপকারসাধন করে, এবং প্রাণিগণ দ্বারা পৃথিব্যাদির যে উপকার সাধিত হয়, তাহা প্রত্যক্ষকরা ইহা অন্য কথা। চিন্তা বা মনন ভিন্ন উহা কদাপি প্রত্যক্ষ হয় না। এই উপকারের সঙ্গে জীব ও নিয়ন্তার কি সম্বন্ধ ইহা অবধারণ করিতে গিয়া আমরা একেবারে চিন্তারাজ্যে গিয়া উপস্থিত হই। পৃথিব্যাদি দ্বারা প্রাণিগণের যে সকল উপকার হয়, তাহা কখন নিয়ন্তার ক্রিয়া বিনা উপস্থিত হয় না। কি নিয়মে কি প্রণালীতে নিয়ন্তা এই সকল উপকারের ব্যাপার উপস্থিত করিতেছেন, তাহা সাধক চিন্তা ও মনন দ্বারা অবধারণ করিয়া থাকেন। চিন্তা ও মনন দ্বারা সাধকের নিকটে এ সম্বন্ধে যাহা প্রতিভাত হয়, তাহা সত্য বা কল্পনা ইহা অবধারণকরিবার

উপায় কি ? যাহা মনে প্রতিভাত হয়, তাহা যদি স্বয়ং ব্রহ্ম প্রতিভাত না করান, তাহা হইলে সত্যের রাজ্যে প্রবেশ না ঘটিয়া অসত্যের রাজ্যে প্রবেশ হয়। ব্রহ্ম সকলের কারণ তাঁহার কোন কারণ নাই, অন্য দশটি কার্য্য যে প্রকার সে প্রকার তিনি একটি কার্য্য নহেন, জগৎ, জীব ও তাঁহার মধ্যে ব্যবধায়ক কিছুই নাই, তাঁহার বাহিরে কিছুই থাকিতে পারে না, সুতরাং তিনি নিরবলম্ব হইয়া আপনি সকল অনুভব করেন; এবং নিরবলম্ব হইয়া আপনি সকল অনুভব-করান। সকলই তাঁহার অনুভূতি বা জ্ঞানের প্রতিচ্ছবি * ; জীবে যে অনুভূতি উপস্থিত হয়, তাহা তাঁহা হইতেই উপস্থিত হইয়া থাকে। যদি এইরূপই হইল, তাহা হইলে প্রকৃতি, জীব ও নিয়ন্তা, এ তিনের সম্বন্ধ-বিষয়ে আমাদের মনে যে জ্ঞান প্রতিভাত হয়, তাহা সত্য জ্ঞান।

ব্রহ্ম সকলই অনুভব করেন, ইহা শুনিলেই মনে হয়, আমরা যেমন বিবিধ বিষয় অনুভব-করি, এবং প্রত্যেক অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে যে প্রকার সুখদুঃখাদি বিবিধ ভাবের উদয় হয়, ব্রহ্মেতেও তাহাই হয়, শ্রুতি বুঝি ইহাই বলিতেছেন। মধু, মঙ্গল বা উপকারের কথা তুলিয়া সর্ব্বত্র তাহাই প্রকাশ পাইতেছে, শ্রুতি ইহাই দেখাইয়াছেন। মধু, মঙ্গল বা উপকারের অনুভব বিনা এখানে আর কোন্ অনুভব আছে ? সাধক যত দিন সর্ব্বত্র মঙ্গল-বা-উপকারানুভব না করিতেছেন, তত দিন তাঁহাতে প্রকৃত জ্ঞান উপস্থিত হয় নাই, ইহাই মানিতে হইবে। ব্রহ্মের অনুভব যখন সাধকের অনুভব হয়, তখন তিনি মঙ্গল

* তদেতদ্ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যময়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ।

বৃহদারণ্যক ৪। ৫। ১৯।

বা উপকার ভিন্ন আর কিছুই কোথাও দেখিতে পান না; সুতরাং এক মঙ্গল বা উপকারের অনুভব ভিন্ন তাঁহাতে আর কোন অনুভব থাকে না। সকল প্রকারের অনুভব এক মঙ্গলেরই অনুভব, একই মঙ্গল আধারভেদে কত আকারে প্রকাশ পাইতেছে, ইহা যখন অনুভবগোচর হয়, তখনই অনুভবের একত্ব ও বহুত্ব কি, সাধক বুঝিতে সমর্থ হন। ব্রহ্ম সকলই অনুভব করেন, শ্রুতি এ কথা এই জন্য বলিয়াছেন যে, মঙ্গল কত আকার ধারণ করিয়া প্রকাশ পাইতেছে তাহা তিনি সকলই জানেন। এ সকল জানিয়াও তাঁহার অনুভবের একত্ব বিনষ্ট হইল না, কেন না সে সকল অনুভব মঙ্গলেরই অনুভব।

মধু ব্রাহ্মণের অর্থ ও ভাব কি তাহা বলিতে গিয়া অনেক সময় গেল, এখন এ সাধনটি যে মনোরাজ্যের ব্যাপার, ইহা প্রদর্শনকরা কর্ত্তব্য। বেদান্ত জীবের অন্যতর নাম বিজ্ঞান রাখিয়াছেন। বিজ্ঞান সাক্ষাৎ জ্ঞান। দৃশ্যমান পদার্থ-ও-ব্যাপার-সমূহ এই সাক্ষাৎ জ্ঞানকে আবৃত ও আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। নরনারী নিয়ত কি দেখিতেছে? জরা, মৃত্যু, ব্যাধি, দুঃখ, ক্লেশ, দারিদ্র্য ইত্যাদি। এই সকলের আঘাতে ইহার অন্তরালে যে মঙ্গল বিদ্যমান, তাহা স্মৃতিপথে উদিত হয় না। যখন তাহারা সুখে থাকে, তখন আমোদে মাতিয়া কোথা হইতে সুখ আসিতেছে তাহা ভুলিয়া যায়, কিন্তু দুঃখ আসিলেই বিধাতাকে ধিক্কার-দান করে। অবিদ্যা, অজ্ঞান, মায়া বা সংসার ইহাকেই বলা যায়। এই অবিদ্যা, অজ্ঞান, মায়া বা সংসার বিজ্ঞান বিনা কখন অপনীত হয় না। বিজ্ঞান কি? জরা-মৃত্যু-ব্যাধি-দুঃখ-দারিদ্র্য ক্লেশ-

ইত্যাদির ভিতর মঙ্গল-দর্শন, ইহাদের দ্বারা জীবের প্রকৃত উপকার সাধিত হইতেছে, ইহা সাক্ষাৎ অনুভব। যিনি জীবের নিয়ন্তা হইয়া সর্ব্বত্র প্রকাশমান, জরা-মৃত্যু-ব্যাধি-প্রভৃতিকে যিনি তাহার প্রকৃত কল্যাণে পরিণত করিতেছেন, তাঁহাকে বা তাঁহার এই কল্যাণতম ক্রিয়াকে চিন্তা বা মনন বিনা কিছুতেই জ্ঞানগোচর করিতে পারা যায় না। যখন তিনি এইরূপে অনুভূত হন, তখন বিজ্ঞান উপস্থিত হইল। এই বিজ্ঞান জীবকে বিজ্ঞান বা সাক্ষাৎ জ্ঞান দান-করিল। যখন জীব এই বিজ্ঞানে বিজ্ঞানবান্ হইল, তখন তাহার বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানাত্মা নাম হইল। আর এখন জীব নিয়ন্তাকে ধিক্কারদান করে না, অজ্ঞানতাবশতঃ তৎপ্রতি যে বিরুদ্ধ ভাব ছিল তাহা এখন চলিয়া গিয়াছে। এই বিরুদ্ধ ভাব চলিয়া যাওয়াতে প্রকৃতির প্রতি যে বিরুদ্ধভাব ছিল এখন আর তাহাও নাই। প্রকৃতি হইতে যে জরা মৃত্যু ব্যাধি প্রভৃতি প্রকাশ পায়, সেগুলি জীবের কল্যাণজন্য পরমোপকার সাধনের জন্য ইহা বুঝিয়া, প্রকৃতি, তন্নিয়ন্তা ও জীব, এ তিনের বিরোধ ঘুচিয়া গিয়া এক মঙ্গলের অনুভবে একত্ব উপস্থিত হয়। এই একত্ব উপস্থিত হইলে প্রতিজীব প্রতি-পদার্থ প্রতিঘটনা প্রতিব্যাপারে বিদ্যমান থাকিয়া যিনি নিয়মন করিতেছেন, তিনি এক অখণ্ড ব্রহ্মবস্তু, তাঁহারই ভিতরে জগৎ ও জীব মঙ্গলানুভবে এক হইয়া বিদ্যমান, ইহা দেখিয়া নিয়ন্তা ও নিয়ম্য-সমূহকে লইয়া সাধক ব্রহ্মেতে একাত্মতা লাভ করেন। বেদান্ত এই ব্যাপারকে সর্ব্বৈক্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ সর্ব্বৈক্য চিন্তা-বা-মননসাধ্য অন্তররাজ্যের ব্যাপার; ইহা সর্ব্বদাই মানসগোচরে বিদ্যমান থাকে।

যেখানে সকল জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়, কোন মনন বা চিন্তা থাকে না, সেই সুষুপ্তির অবস্থাকেও বেদান্ত একান্ত যোগের নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে লয়ের ব্যাপার। প্রপঞ্চ যেমন আছে, তেমনই থাকে, অথচ ব্রহ্মে বিলীন অর্থাৎ অপৃথক্ ভাবে স্থিতি করিয়া তাঁহারই ক্রিয়ামাত্রপ্রকাশ করে। তাঁহার ক্রিয়া কি? আনন্দ *। এই আনন্দে মগ্ন হইয়া জীব আত্মবিস্মৃত হয়, তাহার অন্তর্বাহ্য কোন জ্ঞান থাকে না †; ব্রহ্মই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া প্রকাশ পান। মাণ্ডুক্য এই ব্যাপারটি প্রদর্শন করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহার ভাব এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারে,—জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এ উভয় অবস্থাতে যে সকল বিষয় অনুভূত হইয়া থাকে, সেগুলি জ্ঞানাকারে একীভূত হইয়া যায়, উহাদের আর বিভক্তাবস্থা থাকে না এক চেতনামাত্র অবশেষ থাকে ‡। যখন বিষয়সমূহ জ্ঞানমাত্রাবশেষ হয়, তখন বিষয়জনিত বিকারের কোন সম্ভাবনা থাকে না, সুতরাং জ্ঞানের সূক্ষ্মস্বরূপে আনন্দের অভ্যুদয় হয়। যে চেতনামাত্র অবশেষ আছে সেই চেতনাই এখানে মুখ। সেই চেতনাযোগেই আনন্দভোগ

* তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাত্তৎ সুকৃতমুচ্যত ইতি। যদ্বৈতৎ সুকৃতং রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি। তৈ, ২।৭।১।২। ব্রহ্ম স্বয়ং আপনাকে (প্রকাশ) করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম সুকৃত। তিনি সুকৃত বলিয়াই রসস্বরূপ। তিনি আনন্দ বলিয়াই আনন্দলাভে সকলে ক্রিয়াশীল।

† তদ্যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্, এবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্। বৃহ ৬।৩।২১।

‡ সুষুপ্তাবস্থায় চেতনামাত্র অবশেষ থাকে, আধুনিক মনোবিজ্ঞান তাহা বিশিষ্টরূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন।

হইয়া থাকে। যিনি এইরূপে সুষুপ্তাবস্থায় আনন্দময় হইয়া আনন্দবিতরণ করেন, তিনি প্রাজ্ঞনামে অভিহিত হন। ইনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বান্তর্যামী, সকলের উৎপত্তি ও লয়ের হেতু।

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি।

এই শ্রুতিটী সাধনার্থ এখানে গৃহীত হইয়া থাকে। দৃশ্যমান যাহা কিছু সকলই ব্রহ্মেতে অবস্থিত, কেন না জগৎ ও জীবসকলকে ব্রহ্ম আপনার অন্তর্ভূত করিয়া বিদ্যমান; সকলই ব্রহ্মের অন্তর্ভূত, অথচ ব্রহ্ম সাধারণের চক্ষে অপ্রকাশিত, জগৎ ও জীবই নিয়ত তাহাদিগের নিকটে ভাসমান। জগৎ ও জীবের অনুভূতি পশ্চাতে ফেলিয়া দিয়া ব্রহ্মকে সম্মুখবর্ত্তী করিবার জন্য শাণ্ডিল্য এক অভিনব পন্থার উদ্ভাবন করিয়াছেন। সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, সর্ব্বত্রই এই ক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। মহর্ষি শাণ্ডিল্য সাধনপ্রণালী উদ্ভাবনজন্য ক্রমের বিপর্য্যয়সাধন করিলেন। যাহা কিছু দেখিতেছি শুনিতেছি, উহা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। এই উৎপন্ন পদার্থসমূহ কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারা যায় না; কিন্তু ইহারা যে উৎপাদয়িতাকে আচ্ছাদন-করিয়া রাখিয়াছে সেই আচ্ছাদন কি প্রকারে অপনয়ন করা যায়। স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই জগৎ ব্রহ্মসত্তায় সত্তাবান্, ব্রহ্মজ্ঞানে জ্ঞানসম্পন্ন। সেই সত্তা ও জ্ঞানে উহা ব্রহ্মের সঙ্গে অপৃথক্ ভাবে অবস্থিত। উহাকে সত্তা-ও-জ্ঞানাবশেষকরাই লয়সাধন। শাণ্ডিল্য এইরূপেই উহার লয়সাধন করিয়াছেন। এরূপে লয়সাধন করিলে সাধকের উপরে উহার ক্রিয়ার নিবৃত্তি হইল না। এই ক্রিয়াইতো আবার জগৎকে জাগাইয়া তুলিয়া ব্রহ্মকে পুনরায় আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিতে পারে। না পারে না। ব্রহ্মেতে বিলীন থাকিয়া উহার যে

ক্রিয়া প্রকাশ পাইতেছে, সে ক্রিয়া উহার নিজের নহে, ব্রহ্মেরই ক্রিয়া ; আর সেই ক্রিয়া হইতে জীব নিরন্তর আনন্দানুভব করিতেছে। আনন্দানুভবে বিষয়ান্তরের অনুভব বিলুপ্ত হইয়া গেলেও ব্রহ্মানুভব চেতনায় থাকিয়া যায়, কেন না অনুভূত আনন্দই আনন্দস্বরূপকে বিস্মৃত হইতে দেয় না। বস্তু-ও-জীব-দর্শনে স্বভাবতঃ লোকের মনে আনন্দোদয় হয়। যত ক্ষণ সেই আনন্দ মনের উপরে প্রবলভাবে ক্রিয়াপ্রকাশ করে, তত ক্ষণ সেই বস্তু ও জীবের স্বতন্ত্রানুভব থাকে না, নিরবচ্ছিন্ন সুখই অনুভূত হইতে থাকে। এই যে সুখে লয়ের ব্যাপার এইটি সাধনের দ্বারা ঋষিগণ চিরস্থায়ী করিয়াছেন। এ কথা বলা অনাবশ্যক যে, স্বভাবতঃ আনন্দে যে বিষয়ান্তরের লয় উপস্থিত হয়, আনন্দমাত্র চেতনায় ভাসমান থাকে, সে আনন্দ অন্য কিছু নয় সুখস্বরূপ সুখদাতা পরব্রহ্ম, তত্ত্বজ্ঞান বিনা ইহা সাধারণ লোকের চিত্তে কখন প্রতিভাত হয় না।

মাণ্ডুক্যোপনিষদের তিনটি সাধনের পন্থা ও তত্ত্ব বিবেচিত হইল, এখন চতুর্থটির বিচার প্রয়োজন। এই চতুর্থটিতে পূর্ব্বের তিনটি একেবারে অস্বীকৃত হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, পূর্ব্বের তিনটি ভ্রমাত্মক বলিয়া অস্বীকৃত হইয়াছে। এরূপ মনে করা সত্য নহে। এই গুলিতে বদ্ধ থাকিলে ব্রহ্মসম্বন্ধে অপরোক্ষ-জ্ঞান-জন্মিবার কোন সম্ভাবনা নাই, এজন্য শ্রুতি পূর্ব্ব তিনটিকে অস্বীকার-করিয়া ব্রহ্মকে সর্ব্বাবরণবিবর্জ্জিত করিয়াছেন। প্রথমে যখন বহির্জ্জগতে ব্রহ্ম নিয়ন্তৃরূপে অনুভূত হইলেন তখন এ অনুভব ভ্রম নহে, কেন না তাঁহাকে বিনা এ বিশ্ব মুহূর্ত্তের জন্য থাকিতে পারে না। বহির্জ্জগতে

যদি আমাদের মন বদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে অন্তর্জগতে তাঁহাকে দেখা আর ঘটে না। সুতরাং বাহির ছাড়িয়া সাধককে ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। ভিতরে আসিয়া যাহা অনুভূত হইল তাহাতে সূক্ষ্ম বিষয়সমূহের নিয়ন্তৃরূপে ব্রহ্ম অনুভূত হইলেন। সূক্ষ্মবিষয়সমূহের অনুভূতির সঙ্গে সেই সেই বিষয় হইতে আমরা কি উপকার প্রাপ্ত হইতেছি, এবং কে সেই উপকার সর্ব্ববিষয় হইতে উদ্ভূত করিতেছেন, তাহাও আমরা অনুভবগোচর করিলাম। এখানেই যদি আমাদের সাধনের গতি স্থগিত হয়, তাহা হইলে আমাদের মধ্যপথে স্থিতি হইল। স্থূল সূক্ষ্ম উভয় বিধ বিষয় হইতে বিরত হইয়া, যে জ্ঞানের উহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ, সেই জ্ঞানে উহাদিগকে বিলীন করিয়া মূলে চিন্তাভিনিবেশ না করিলে বিষয়সম্বন্ধবর্জ্জিত ব্রহ্ম আমাদের অনুভূতির বিষয় হইলেন না। তাঁহাকে অনুভূতিগোচর করিতে হইলে স্থূল সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ যে জ্ঞানে একীভূত হইয়া গিয়াছে, উহার স্বরূপ কি তাহা অবগত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। জ্ঞানের স্বরূপ আনন্দ, এই জন্য জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দানুভব হইয়া থাকে। আনন্দ তদতিরিক্ত বিষয়সমূহের জ্ঞান বিলুপ্ত করিয়া জীবকে আপনাতে মগ্ন করিয়া ফেলে। মনে হয় এখানেইতো কৃতার্থতালাভ হইল, এ ভূমি পরিত্যাগ-করিয়া অন্য ভূমিতে আরোহণকরিবার কি প্রয়োজন। আনন্দ অনুভূত হইলেই কি সর্ব্বাবরণবর্জ্জিত ব্রহ্ম সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হইলেন? তিনি আনন্দস্বরূপ অনুভূত আনন্দ হইতে ইহা বুঝিলাম। এই অনুভূতিই তিনি, ইহা কি প্রকারে নির্দ্ধারণ করিব? যদি এই অনুভূত আনন্দ তিনি না হন, তাহা হইলে কোন প্রকার অনুভূতির উপরে নির্ভর করে না এমন কি তাঁহার অন্ত-

কোন স্বরূপ নাই? সেই স্বরূপ কি অবগত হইবার জন্য আনন্দ-স্বরূপ আনন্দদাতা প্রাজ্ঞকেও অপসারিত করিয়া চতুর্থ ভূমিতে আরোহণ প্রয়োজন হইল। এই তিনটির বহিষ্করণের পর অবশিষ্ট রহিল চেতনাচেতন, কেন না এই চেতনাচেতনেতেই এই তিন আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। যখন ঐ সকলেরও কিছু রহিল না, তখন ঈদৃশ পদার্থ যে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত বা ব্যবহৃত হইবেন, কোন লক্ষণে লক্ষিত বা চিন্তনীয় বা শব্দের বিষয় হইবেন, তাহারও সম্ভাবনা থাকিল না। ঈদৃশ বস্তুকে অবস্তু ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? তবে কি এত যত্নের পর অবস্তুতে আসিয়া উপস্থিত হওয়া গেল? অবস্তু হইতে কি বস্তুর সমাগম হয়? ইনি অবস্তু নহেন, কেন না জাগ্রদাদি অবস্থাতে নিয়ন্তৃরূপে যে আত্মা জ্ঞানগোচর হইয়াছেন, তিনি উড়িয়া যান নাই, তিনি বিদ্যমান রহিয়াছেন। যিনি এখন বিদ্যমান রহিয়াছেন তিনি প্রপঞ্চের অতীত, অবিক্রিয়, মঙ্গল ও দ্বৈতবিরহিত। এখানে দেখিতে পাইতেছি, মঙ্গলই সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের স্বরূপ। সমগ্র প্রপঞ্চ যখন তাঁহাতে স্থিতি করিতেছে তখন তিনিতো প্রপঞ্চের অতীত হইবেনই। আপনি যদি শান্ত বা অবিক্রিয় না থাকেন তাহা হইলে বিবিধ পরিবর্ত্তনের তিনি কারণ হইতে পারেন না, পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আপনি পরিবর্ত্তিত হইয়া যান, তাঁহার আর পরিবর্ত্তনঘটাইবার সামর্থ্য থাকে না। যদি তাঁহাতে ভাবান্তর থাকে, তাহা হইলেও তিনি এখন এক প্রকার তখন আর এক প্রকার হইয়া যান, কিছুরই আর তিনি স্থায়ী মূল হইতে পারেন না। মনন ও চিন্তন দ্বারা সর্ব্বত্র মঙ্গল অনুভূত হয়, মঙ্গল কিন্তু মনন বা চিন্তার ফল নহে।

যদি মঙ্গল বলিয়া কিছু না থাকিত, তাহা হইলে সর্ব্বত্র মঙ্গলের অনুভব কোন কালে হইত না। জগতে ও জীবে মঙ্গল নিয়ত আত্মপ্রকাশ করেন, জগৎ ও জীব হইতে মঙ্গল কদাপি অন্তর্হিত হন না, কেন না উঁহার অস্তিত্ব জগৎ বা জীবের উপরে নির্ভর করে না, ইনি স্বয়ং বিদ্যমান। যখনই আমাদিগের নিকটে মঙ্গল আত্মপ্রকাশ করেন, তখন স্বয়ং পরব্রহ্ম আত্মপ্রকাশ করেন, সুতরাং মঙ্গলের প্রকাশ প্রত্যক্ষকরাই ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান। উপনিষৎ এজন্যই সূর্য্যাদিতে নিয়ন্তার মঙ্গলমূর্ত্তি প্রচ্ছন্নভাবে আছে, ইহা পরিষ্কার কথায় উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে

অহং ব্রহ্মাস্মি।

এইটি সাধকের অবলম্বন। "অহং ব্রহ্মাস্মি" ব্রহ্মের স্বমুখের এই বাণীশ্রবণ না করিলে কখন অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না। বাহিরের, অন্তরের এবং জ্ঞানরাজ্যের নিয়ন্তা'কে বুদ্ধিগোচর করিলেই অপরোক্ষদর্শন ঘটিল না। বাহিরের রাজ্যে, ইন্দ্রিয়-গোচর বিষয়সমূহে, অন্তররাজ্যে সেই বিষয়সমূহের ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারে, জ্ঞানরাজ্যে সে সকল একাকার হইয়া জ্ঞানমাত্রে যিনি নিয়ন্তৃরূপে প্রকাশ পান, তিনি এখনও আত্মপরিচয় দান করেন নাই, আমরাই তাঁহাকে খুজিয়া বাহির করিতেছি। খুঁজিয়া বাহির করিয়া এই হইল যে, তিনি তিন রাজ্যের নিয়ন্তা এইটি আমরা হৃদয়ঙ্গম করিলাম, কিন্তু তিনিতো 'আমি সেই' বলিয়া পরিচয় দিলেন না। সুতরাং তিন রাজ্যে তাঁহাকে ধরা অনুমানের ব্যাপার রহিল, মনন ও চিন্তার ফল বলিয়া তৎপ্রতি সংশয় উপস্থিত হওয়া কিছু অসম্ভব নয়, কিন্তু যখন তিনি আপনি "অহং ব্রহ্মাস্মি" বলিয়া পরিচয় দেন, তখন আর তাঁহাকে সংশয় করিতে

পারা যায় না। কে তুমি? এ প্রশ্নের উত্তরে 'আমি ব্রহ্ম' এই যে উত্তর পাইলাম, ইহা যে আমার মনঃকল্পিত নয়, তাহা কি প্রকারে বুঝিব? আমার ইচ্ছা, রুচি ও প্রবৃত্তির বিরোধে যখন ভিতরে থাকিয়া কেহ বলিতেছেন 'ইহা হইতে নিবৃত্ত হও,' তখন আমা হইতে স্বতন্ত্র আর এক ব্যক্তির নিষেধবাণী আমি শুনিতে পাইলাম। এই নিষেধবাণীর সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তৃত্বসূচক 'আমি বলিতেছি, নিবৃত্ত হও' এই কথাই আইসে। আমা ছাড়া আর এক আমির এই প্রথম পরিচয়। এ আমি জগৎ নন, জীব নন, আমার মনের কোন ভাব নন, কেন না সকলকে অভিভব করিয়া এ আমি আপনার শাসনপ্রচার করিতেছেন। ধর্ম্মরাজ্যে তাঁহার সঙ্গে একবার পরিচয় হইলে সর্ব্বত্র তাঁহার পরিচয় পাইতে আর প্রয়াস থাকে না। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, মানব মানবী, যাহার প্রতি সাধক দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন, তাহার ভিতর হইতেই ব্রহ্ম বলিয়া উঠেন, এই আমি তোমার সম্মুখে বিদ্যমান। চন্দ্র সূর্য্যাদি হইতে উপকার পাইয়া সুখ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কে আমার উপকার করিল, কে আমায় সুখী করিল? অমনি ব্রহ্ম বলিলেন, আমি তোমার উপকার করিলাম, আমি তোমায় সুখী করিলাম। গৃহের সুশীতল আশ্রয়ে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কে আমায় এরূপ সুশীতল আশ্রয় দিয়া কৃতার্থ করিল, অমনি ব্রহ্ম বলিলেন, আমি তোমায় সুশীতল আশ্রয় দিলাম। আমি আমি বলিয়া ব্রহ্ম যে পরিচয় দিলেন তন্মধ্যে মঙ্গলের প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই। সুতরাং মঙ্গলই যে সেই আমি, তাহাতে আর সংশয় কি? সূর্য্যাদি সকলের মধ্যে মঙ্গলমূর্ত্তি প্রচ্ছন্ন আছে ইহা যখন তত্তদন্তর্যামীকে লক্ষ্য করিয়া

উল্লিখিত হইয়াছে, তখন 'আমি' আর মঙ্গল যে একই তাহাতে আর সংশয় কি ?

আমি আমি বলিয়া তিনি পরিচয় দেন, এ কথাতো তিনের অতীত চতুর্থসম্বন্ধে খাটে না। মাণ্ডুক্য ইঁহার সম্বন্ধে যে সকল বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন, সে সকল বিশেষণে তিনি তো সর্ব্বথা জ্ঞানের অতীত হইয়া পড়িয়াছেন। আমরা বলি, মাণ্ডুক্য যে সকল অভাবাত্মক বিশেষণ দিয়াছেন, সে সকল উপনিষদুক্ত ভাবাত্মক বিশেষণগুলিকে সুদৃঢ় করিতেছে। যদি চতুর্থে অভাবাত্মক বিনা ভাবাত্মক কোন বিশেষণই না থাকিত, তাহা হইলে এই অভাবাত্মক বিশেষণগুলির অন্যদিকে যে ভাবাত্মকতা আছে, তাহা কিছুতেই প্রতিপন্ন হইত না। শিব বা মঙ্গল এই বিশেষণটি সমুদায় অভাবাত্মক বিশেষণগুলির অন্য দিক্ উপস্থিত করিয়া আমাদের মনে এই প্রতীতি জন্মাইতেছে যে, তিনি অদৃষ্ট, কেন না তিনি স্বয়ং দর্শয়িতা, তিনি অব্যবহার্য্য, কেন না তিনি সমুদায়ের ব্যবহর্ত্তা *, তিনি অগ্রাহ্য, কেন না তিনি স্বয়ং সমুদায়ের গ্রাহয়িতা, তিনি অলক্ষণ, কেন না তিনি সমুদায় লক্ষণের উৎপাদয়িতা, তিনি অচিন্ত্য, কেন না তিনি সমুদায় চিন্তার প্রবর্ত্তয়িতা, তিনি অব্যপদেশ্য (শব্দাতীত), কেন না শব্দের বিষয় সমুদায় নাম ও রূপের তিনি উদ্ভাবয়িতা। প্রপঞ্চাতীত, ব্যবহারের অবিষয়, ভাবান্তরশূন্য মঙ্গলস্বরূপ আত্মা (আমি) † হইতে মনুষ্যাদির

---

* জগৎ ও জীবের বিবিধ অপূর্ণতা যিনি হরণ করেন (বি + অব + হৃ + তৃচ্) তিনি ব্যবহর্ত্তা।

† অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ। গীতা ১০অ, ২০শ্লো। আত্মা ও আমি এ দুইকে এক করিবার কারণ এই যে, জীব ও জগতের প্রত্যেক ক্রিয়ার সঙ্গে নিয়ন্তা সঞ্চরণ করেন, এজন্য তিনি আত্মা (অত-সতত গমন +

কল্যাণ নিয়ত প্রবর্ত্তিত হইতেছে *, ঐ সকল বিশেষণের ভাবপক্ষ, ইহাই দেখাইয়া দিতেছে। তাঁহার প্রবর্ত্তিত কল্যাণ প্রত্যক্ষ করিয়াই মানুষের মনে এই জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়, কে আমার মঙ্গল করিল ? তাহার এই জিজ্ঞাসার উত্তরে, আমি তোমার মঙ্গল করিলাম, অশব্দবাণীসম্ভূত এরূপ উক্তি সাধকহৃদয়ে ধ্বনিত হয়। তিনি যখন সমুদায় ব্যবহারের প্রবর্ত্তয়িতা, তখন জীবের সহিত তাঁহার ব্যবহারে নিয়ত মঙ্গল প্রকাশ পাইবে না তো আর কি প্রকাশ পাইবে ?

উপরে যে সকল কথা বলা হইল, সেগুলি উপনিষদের অনুরূপ কি না, তাহা এই কথাগুলি বিচার করিয়া দেখিলেই প্রতীত হইবে। "আদিতে ব্রহ্মই এই বিশ্ব ছিলেন। তিনি আপনাকে জানিয়াছিলেন, 'আমি ব্রহ্ম আছি' তাই তিনি সকল হইলেন।" এ কথা গুলি প্রহেলিকার মত মনে হয়। উপনিষদে ব্রহ্মশব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহা জানিলে আর ইহার প্রাহেলি-কাত্ব থাকে না। 'সমুদায় নাম ও রূপ যাঁহার অভ্যন্তরে বিদ্য-মান তিনি ব্রহ্ম।' ব্রহ্মশব্দের এই অর্থটি—'আদিতে ব্রহ্মই এই

মন্); আমিও সেইরূপ প্রত্যেক ক্রিয়ার সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। বিশ্বে প্রকাশমান আত্মাকেও এই কারণেই 'বৈশ্বানর' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে (বিশ্বের নর [নৃ নয়ে+অচ্] নেতা—স্বার্থে অণ্)।

* "'সমেধয়তি যন্নিত্যং সর্ব্বার্থানামুপক্রমম্। শিবমিচ্ছন্ মনুষ্যাণাং তস্মাদ্দেবঃ শিবঃস্মৃতঃ॥' ইতি মহাভারতে শিবশব্দস্য মনুষ্যাদিহিতৈষিত্ব-তৎ-প্রারিপ্সিতপুরুষার্থোপযোগিসকলব্যাপারসমেধয়িতৃত্ব-প্রবৃত্তিনিমিত্তকত্বেন ব্যাখ্যাতত্বাৎ............। 'সমেধয়তি' ইতি ব্যুৎপত্ত্যন্তরস্তু—শিবশব্দাৎ শুভবাচিনস্তৎকরোতিণ্যন্তাৎ পচাদ্যচ্ প্রত্যয়েন লভ্যতে।—শৈবভাষ্যের ব্যাখ্যা।

বিশ্ব ছিলেন' এই বাক্যটিতে যোগ করিলে ইহার অর্থ হইল—এই নামরূপময় জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মেতে অন্তর্ভুক্ত হইয়া ছিল; সুতরাং জগৎ ও ব্রহ্ম এ দুয়ের তৎকালে কোন ভিন্নতা ছিল না, জগৎ ও ব্রহ্ম একই ছিলেন। "তিনি আপনাকে জানিয়াছিলেন, 'আমি ব্রহ্ম আছি'"। ইহার অর্থ হইল—সমুদায় জগৎ আমার অন্তর্ভুক্ত করিয়া আমি বিদ্যমান আছি। 'তিনি জানিয়াছিলেন' এ কথায় মনে হয়, ইতঃপূর্ব্বে ব্রহ্মের আত্মজ্ঞান ছিল না, তখনই তাঁহার এ জ্ঞান জন্মিল। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে, ব্রহ্মশক্তি হইতে যে জগৎ অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহা ছাড়া অনভিব্যক্ত জগৎ আরও কত আছে যাহার অভিব্যক্তি আজও হয় নাই। অনভিব্যক্ত জগৎসম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান নাই, কিন্তু ব্রহ্ম জানিতেছেন, কত জগৎ এখনও তাঁহাতে লুক্কায়িত আছে। ঋষিগণ এই সত্যটি উপলব্ধি করিয়া, দৃশ্যমান জগৎসম্বন্ধে উহার অনভিব্যক্ত অবস্থায় ব্রহ্মের যে তৎসম্বন্ধে জ্ঞান ছিল এবং সেই জ্ঞান হইতে উহার পরে অভিব্যক্তি হইয়াছে; ইহা প্রদর্শনের জন্য উহার অভিব্যক্তিকালের পূর্ব্বের কাল লক্ষ্য করিয়া 'জানিয়াছিলেন' এই অতীতের ক্রিয়া ব্যবহার করিয়াছেন। 'আমি ব্রহ্ম আছি' ইহার অর্থ তবে এই হইল, অনভিব্যক্ত জগৎ লইয়া আমি বিদ্যমান আছি। তাঁহার এই জ্ঞানই জগতের অভিব্যক্তির কারণ, অন্যথা তাঁহার জ্ঞানে যাহা নাই তাহার অভিব্যক্তি হইবে কি প্রকারে? অনভিব্যক্ত জগৎ ব্যক্ত করিতে গিয়া কি হইল, 'তিনি সকল হইলেন'। জগৎ এবং তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে (অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে) অভিন্ন ছিলেন। যখন উহাকে তিনি ব্যক্ত করিলেন তখন কি সে অভিন্নতা বিদূরিত হইল?

না, তখনও জগৎ ও তিনি অভিন্ন রহিলেন। কিরূপে? সত্তাতে শক্তিবৈচিত্র্যে। যে 'আমির' ভিতরে অনভিব্যক্ত জগৎ ছিল, সেই 'আমির' ভিতর অভিব্যক্ত জগৎ এখনও বিদ্যমান। কেবল বিদ্যমান তাহা নহে, অভিব্যক্ত জগতের মধ্যে এখনও যাহা অনভিব্যক্ত আছে, ব্রহ্ম তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ বলিয়া ক্রমান্বয়ে তিনি সে সকল তন্মধ্যে অভিব্যক্ত করিতেছেন। 'আমি' বলিলে যে কর্তৃত্ব বুঝায়, সে কর্তৃত্ব নিরবচ্ছেদে চলিতেছে, এজন্য এ জগতের প্রত্যেক পদার্থ ও প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে ব্রহ্মের কর্তৃত্ববাচক 'আমি' শব্দ অনুস্যূত রহিয়াছে। 'আমি মনু হইলাম, আমি সূর্য্য হইলাম' ইত্যাদি কথাগুলির ভাব এই, মনুকে মনুকরা সূর্য্যকে সূর্য্যকরা কেবল সত্তাদানে নয় ক্রমান্বয়ে মনুত্ব-সূর্য্যত্ব অভিব্যক্ত করা ব্রহ্মের কার্য্য। এ মনুত্ব এ সূর্য্যত্বের স্ফূর্ত্তি তাঁহার জ্ঞানের অনুরূপ, সুতরাং তিনি জ্ঞানাকারে মনুর সঙ্গে মনু সূর্য্যের সঙ্গে সূর্য্য, তত্তৎপদার্থ ও ব্যক্তির সঙ্গে জ্ঞানাকারে তত্তৎপদার্থ ও ব্যক্তি হইয়া আছেন, তাহাদের হইতে ইঁহাকে সরাইলে তাহারা কিছুই থাকে না। প্রত্যেক মানবদেহে যে আত্মা বিদ্যমান, সেই আত্মা আপনাকে 'আমি' বলিয়া জানে। সেই আত্মা বা আমির অনুরূপ সেই দেহ, ইহা দর্শন করিয়া ঋষিগণ পরম আত্মা পরম আমির অনুরূপ সমগ্র বিশ্ব, এরূপ অবধারণ করিয়াছেন। জীব-'আমি' ও ব্রহ্ম-'আমি'— এইরূপ আমিশব্দের বাচ্য করিয়া জীব ও ব্রহ্মকে নিরূপণ করাতে তাঁহারা যে একটি মহৎ সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। দেহ-প্রাণ-মনের প্রত্যেক ক্রিয়ার সঙ্গে জীব-'আমি' যেমন নিরন্তর গ্রথিত আছে, সমুদায় বিশ্ব ও জীবের ক্রিয়ার সঙ্গে ব্রহ্ম-'আমি' নিয়ত তেমনই গ্রথিত আছেন। ব্যাখ্যা-

কারগণের ব্যাখ্যানরীতি অবলম্বন না করিয়া ঋষিগণ আপনাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতিমাত্র অল্প কথায় প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যাখ্যাতৃগণ তাঁহাদের প্রচারিত সত্যের যিনি যে দিক্ দেখিয়াছেন, সেই দিক্ দিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সুতরাং ব্যাখ্যার ভিন্নতা হইয়া পড়িয়াছে। সকল ব্যাখ্যাতার ব্যাখ্যা একত্র আনয়ন করিলে পরস্পর সমঞ্জস হইয়া ঋষিগণের মূল অনুভূতি কি, তাহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি।

ব্যাখ্যাতৃগণের ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য দেখাইবার পূর্ব্বে আর একটী শ্রুতির প্রয়োগ দেখান আবশ্যক, অন্যথা ঋষিগণের ধর্ম্মের যে দিকে জীবসম্বন্ধে বিশেষ কথা আছে, তাহা অস্ফুট অবস্থায় থাকিয়া যাইবে।

যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।

এ শ্রুতিটীর সংক্ষেপার্থ 'ইনি যা আমি তা।' ব্রহ্মবিতরণ করিতেছেন, জীব ভোগ করিতেছে, উপনিষদে জীব ও ব্রহ্মের এ সম্বন্ধ অতি সুস্পষ্ট। ব্রহ্মই আত্মার আত্মা আমির আমি, উপনিষদে ইহার উল্লেখ বিরল নহে। জীব অল্পশক্তি অল্পজ্ঞান, ঈশ্বর পূর্ণজ্ঞান পূর্ণশক্তি উপনিষদুক্ত জীব ব্রহ্মের এ প্রভেদ স্বরূপের একতাঘটিত। জীব ও জগতের সহিত ব্রহ্মের একতা আছে, এবং এই একতাবশতই জীব ও জগতের সহিত ব্রহ্ম সম্বন্ধবর্জ্জিত নহেন। সম্বন্ধসত্ত্বেও সম্বন্ধবর্জ্জিত মনে করা অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা। এ অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার মূল ভোগাসক্তি। জীবের ভোগের জন্য ব্রহ্ম যাহা নিয়ত অর্পণ করিতেছেন, তৎপ্রতি আসক্ত হইয়া ভোগেতে দৃষ্টি বদ্ধ হয়, দাতার প্রতি আর দৃষ্টি থাকে না। জীবের যখন এই বিকৃত দৃষ্টি নিবৃত্ত হয়, তখন সে পরমপুরুষ ও আপনার মধ্যে

স্বরূপের একত্বাদর্শন করিয়া বলিয়া উঠে 'ইনি যা আমি তা।' ঈশ্বর মঙ্গল, জীব যখন মঙ্গলময় হইয়া কেবলই মঙ্গলের অনুসরণ করে, মঙ্গল ভিন্ন তাহার কথায় বা তাহার আচরণে আর কিছু প্রকাশ পায় না, মঙ্গলই তাহার জীবনের একমাত্র নিয়ামক হয়, তখন তাহার বিপরীত দৃষ্টি নিবৃত্ত হয়, ব্রহ্মের সহিত নিরবচ্ছেদ যোগ অক্ষুণ্ণ থাকে। এই স্বরূপের একত্বাবশতঃ সে বলিয়া উঠে, 'ইনি যা আমি তা'। অনায়াসে মঙ্গলের অনুবর্ত্তন—ধর্ম্মজীবন, নিয়ত মঙ্গলের প্রেরণানুবর্ত্তনে যত্ন—ধর্ম্মসাধন। শম দম আদি যদিও উপনিষদে সাধনরূপে গৃহীত হইয়াছে তথাপি সাধন বিষয়ে উঁহার কোন নির্ব্বন্ধ নাই। যাহাতে আত্মা অভিমানশূন্য হইয়া বাল্যভাবে নিয়ত স্থিতি করিতে পারে, বাল্যভাবে ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া সংসারে বিচরণ করিতে পারে, সেই সাধনই উঁহার মুখ্য সাধন।

বেদান্তব্যাখ্যাতা আচার্য্যগণের মতের সামঞ্জস্য প্রদর্শনের পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজে বেদান্তের সমাগম ও তাহার সমাদর কি আকারে হইল, ইহা প্রদর্শন করা আবশ্যক। ধর্ম্মপিতামহ রাজা রামমোহন রায় এ দেশে বেদান্তের পুনরুদ্ধার করিলেন। তিনি যে এ বিষয়ে শ্রীমচ্ছঙ্করের পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বে অনেক বার বলিয়াছি। ভক্তি-ও অনুরাগপ্রবণচিত্ত ঋষি-আত্মা মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ অদ্বৈতবাদের কঠোর ভূমিতে প্রতিহত হইয়া আপনার হৃদয়ের অনুকূল বেদান্তপ্রবচনগুলি স্বাধ্যায় ও সাধনের বিষয় করিয়া লইলেন। ইনি যদি এরূপ না করিতেন ব্রাহ্মসমাজ শুষ্ক কঠোর ব্রহ্মজ্ঞানে আজ মরুভূমি হইয়া উঠিত, ইহাতে সুরস ভক্তি ও অনুরাগের কুসুম কদাপি

প্রস্ফুটিত হইত না। উপাস্য উপাসক, আরাধ্য আরাধক, পূজ্য-পূজক সম্বন্ধ যিনি প্রতিষ্ঠিত করিতে আসিয়াছেন, তিনি ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে ভেদবিলোপ করিয়া অদ্বৈতবাদের ঘূর্ণাবর্ত্তে ব্রাহ্ম-সমাজতরী বিপদ্‌গ্রস্ত করিবেন, ইহা কি কদাপি সম্ভব? শঙ্কর * ভিন্ন অন্যান্য আচার্য্য মূর্ত্তির উপাসনার প্রবর্ত্তক, সুতরাং তাঁহারা না ধর্ম্মপিতামহ না ধর্ম্মপিতা কর্ত্তৃক আদরে গৃহীত হইয়াছেন। শ্রীমচ্ছঙ্করের প্রতিভা সমুদায় ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্য প্রদেশকে এমনই আত্মসাৎ করিয়াছে যে, অন্যান্য আচার্য্যগণ তাঁহার মত অতিনিপুণতাসহকারে খণ্ডন-করিয়াও তাঁহাকে অধঃকরণ-করিতে পারেন নাই। এই সকল খণ্ডন নিরতিশয় দুর্ব্বল এ কথা বলিতে পারা যায় না; কেন না তন্মধ্যে এমন সকল কথা আছে যাহার কোন উত্তর নাই। শ্রীমচ্ছঙ্কর বিনা অন্য আচার্য্যগণের মত ব্রহ্মজ্ঞানের অনুকূল নয়, ইহা দেখিয়াই হয়তো ধর্ম্ম-পিতামহ শ্রীমচ্ছঙ্করকে গ্রহণ-করিয়াছিলেন, অন্য আচার্য্যগণের মতের তিনি অনুসন্ধান লন নাই। ধর্ম্মপিতা আচার্য্য রামানুজের ভাষ্যাদির কত দূর আলোচনা করিয়াছেন আমি তাহা জানি না, তবে উপনিষদের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ভাষ্যকার শঙ্করের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে আচার্য্য রামানুজের অনুবর্ত্তনে উহার তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, লোকপরম্পরায় আমরা ইহা শুনি-

---

* শঙ্কর অদ্বৈতপথে সকল সম্প্রদায়ের লোককে আনয়ন করিতে অসমর্থ হইয়া মূর্ত্তি-অবলম্বনে পঞ্চোপাসনা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন করিয়া অদ্বৈতবাদ প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন যে জ্ঞানের পরিপাকাবস্থায় তাঁহারা মূর্ত্তিপরিহার করিয়া নিরবয়ব ব্রহ্মে স্থিতি-করিবার জন্য সর্ব্বত্যাগী হইতেন।

য়াছি। যাহা হউক, শ্রীমচ্ছঙ্কর বিনা অন্যান্য আচার্য্যগণ যে ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে স্থিতি করিতেছেন তাহাতে আর কোন সংশয় নাই।

ধর্ম্মপিতা যখন ভক্তি ও অনুরাগের পথাবলম্বী ছিলেন তখন অন্যান্য আচার্য্যের নাম করুন আর না করুন, তাঁহাদের সহিত তাঁহার হৃদয়ের সহানুভূতি স্বাভাবিক। তবে ইঁহারা মূর্ত্তির বা অবতারের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন, ইহা দেখিয়া তিনি ইঁহাদের নাম কোথাও লন নাই, হাফেজের অনুবর্ত্তনে আপনার হৃদয়ের প্রেম উচ্ছ্বসিত করিয়া লইয়াছেন। শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বাদিত্য ও শ্রীকণ্ঠ,এ কয়েকজন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। সুতরাং ইঁহাদের ব্যাখ্যার অনুবর্ত্তন করিয়া তত্তৎসম্প্রদায়ের সাধকগণ বেদান্তগ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য্য বল্লভ বিষ্ণুস্বামীর মতানুবর্ত্তী। বিষ্ণুস্বামীর মত এখন ইঁহারই লেখা হইতে জানিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞান ভিক্ষু কোন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক নহেন, সুতরাং তাঁহার বেদান্তব্যাখ্যা ভারতে এক প্রকার অপরিচিত হইয়া রহিয়াছে। ইনি কোন্ সময়ে জন্মিয়াছিলেন তাহা স্থির করিবার কোন উপায় নাই। ইনি শঙ্করের মতের খণ্ডন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নাম করেন নাই। অন্যান্য আচার্য্যের মতের প্রতি যদি স্পষ্ট কটাক্ষপাতও করিতেন, তাহা হইলে ইঁহার সময়নির্ণয় হইবার উপায় হইত। ইনি গৌড় সন্ন্যাসী এই মাত্র জনশ্রুতি আছে। ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল দর্শন ইঁনি বেদান্তের সঙ্গে সমঞ্জস করিয়া লইয়াছেন, ইহাই ইঁহার বিশেষত্ব।

শঙ্কর।

এই সকল আচার্য্যের মিলন ভূমি কোথায়, এইটি সর্ব্বপ্রথমে

নির্দ্দেশকরা প্রয়োজন। এক বিষয়ে ইঁহারা সকলে এক মত। ব্রহ্মসত্তানিরপেক্ষ হইয়া জগৎ ও জীব থাকিতে পারে না, তাঁহার সঙ্গে যোগে ইহাদের সত্যত্ব, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র করিলেই উহারা মিথ্যা, এ বিষয়ে কোন আচার্য্যের অমত নাই। জীব ও প্রকৃতি লইয়া আচার্য্যগণের মতভেদ দৃষ্ট হয়। গূঢ়রূপে এ মত-ভেদেরও ভিতরে প্রবেশ করিলে মতভেদ নামমাত্র, কার্য্যতঃ মতের একতা আছে। শ্রীমচ্ছঙ্করের সঙ্গে দৃশ্যতঃ সকল আচা-র্য্যেরই মত পার্থক্য, সুতরাং সর্ব্বাগ্রে ইঁহার মত নির্ব্বাচনকরা অত্যন্ত প্রয়োজন। ব্রহ্ম জগতের কারণ, সুতরাং তিনি জগতের স্রষ্টা, এ কথা স্বীকার করিয়াও তাহার সঙ্গে সঙ্গে জগৎ মায়িক মিথ্যা ইহাও তিনি বলিয়াছেন। এখানেই পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের সহিত তাঁহার ঘোরতর বিরোধ। এই মতের জন্য ইনি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ, এমন কি পাষণ্ডনামে নিন্দিত হইয়াছেন। জীব ও প্রকৃতিকে যাঁহারা ব্রহ্মে নিত্য অবস্থিত মানেন, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ জগৎকে মায়িক বা ঐন্দ্রজালিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ইহার যে ব্রহ্মনিরপেক্ষ সত্যত্ব নাই, এ কথা কোন আচার্য্য অস্বীকার করিতে পারেন না *। জগতের ন্যায়

---

* যস্মিংশ্চ বিকারজাতং সর্ব্বং বাচারম্ভণমাত্রং সমুদ্রে তরঙ্গবুদ্বুদাদিবৎ ক্ষণভঙ্গুরং মায়েন্দ্রজালাদিসদৃশং, যস্য চ কিরণাদিবৎ সর্ব্বে জীবা অংশাঃ, যদধীনসত্তাস্ফূর্ত্তিকত্বাত্, প্রকৃতিতদ্গুণজীবাদয়োঽপি স্বপ্নে বস্তুদৃশ্যত্বেন স্বতঃ সিদ্ধত্বাভাবেন চ ন পরমার্থসন্তঃ; যশ্চ স্বতো মায়াতদ্গুণজীবাদিভ্যো ভিন্নাভিন্নো জীববিলক্ষণচিন্মাত্রোঽপি ন তেষাং দোষৈঃ কদাপি লিপ্যতে, অতএব চ পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানামাত্মা, জীব ইব কার্য্যকারণসংঘাতস্য, তন্তুরিব চ পটস্য, যদপেক্ষয়া চ ভোক্তাত্মা জীবোঽপি প্রাণাদিবজ্জড়তয়া অনাত্মৈব, তমেব পরমাত্মানং পরং ব্রহ্ম নিখিলবেদান্তমহাবাক্যার্থভূতং শমদমাদিসাধনসম্পন্নো

জীবেরও ব্রহ্মসাপেক্ষ সত্তা, ইহা বলিতেও ইঁহাদের আপত্তি নাই। যদি এইরূপই হইল, শঙ্করের সহিত ইঁহাদের মতের পার্থক্য কি? যদি পার্থক্যই না থাকিবে তাহা হইলে তিনি এত নিন্দাভাজনই বা কেন হইলেন, ইহা বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। সমুদায় জগৎ ও জীবের অতীত তুরীয় ব্রহ্মকে অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয়-করিবার জন্য ইঁহার যত্ন। এই যত্ন যাহাতে সাধিত হয়, ইনি সেই পন্থাই অবলম্বন-করিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি, তুরীয় ব্রহ্মকে জ্ঞানের বিষয় করিতে হইলে জীব বা জগৎ সকলই উড়াইয়া দিতে হয়, এমন কি জগৎ ও জীবের সহিত ব্রহ্মের নিয়ন্তৃত্বসম্বন্ধপর্য্যন্ত রাখিলে চলে না। অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের পক্ষাপাতী শ্রীমচ্ছঙ্কর যদি সকলই উড়াইয়া দিয়া থাকেন, তাহার কারণ ইহাই; অন্যথা তিনি পরিষ্কার বাক্যে জীব ও জগতের অনাদিসিদ্ধত্ব, ব্রহ্মের ন্যায় তিন কালে জগতের সত্যত্ব কদাপি স্বীকার-করিতেন না। তিন কালে ইঁহাদের সত্যত্ব তিনি স্বীকার-করিলেন বটে, কিন্তু কালের অতীতাবস্থায় তো ইহাদের সত্যত্ব মানিলেন না, এ কথা বলিলেও চলিতেছে না। যৎকালে ব্রহ্মের সহিত জগৎ ও জীব অবিভক্ত ভাবে ছিল কালে বদ্ধ ছিল না, তখনও ব্রহ্মে অবস্থিত নাম ও রূপকে ইনি ব্রহ্মের জ্ঞেয় বলিয়া নির্দ্দেশ-করিয়াছেন। জগৎ ও জীবের লয়সাধন করিয়া অপরোক্ষ-ব্রহ্ম-জ্ঞানলাভের যত্ন, ইঁহাকে একেবারে অন্ধ করে নাই, কেন না ইনি পরিষ্কার কথায় বলিয়াছেন, এ লয়সাধন সাধকের জ্ঞানে

বিদ্বান্ "স ম আত্মা" "সোঽহম্" ইতি মায়াজীবাদিবিবেকেনাত্মতয়া সাক্ষাৎ-কৃত্য অবিদ্যাকামকর্ম্মধর্ম্মাধর্ম্মাদিক্ষয়ে নিখিলদুঃখাদিহৈবাত্যন্তং বিমুচ্যতে।—বিজ্ঞানভিক্ষু।

প্রতিভাত হয়, জগৎ যে প্রকার পূর্ব্বে ছিল, সেই প্রকারই তখনও থাকিয়া যায়।

স্থানে স্থানে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে এই প্রতীতি হয় যে, তিনি ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলেন নাই, ঈশ্বরকে জগতের কারণ বলিয়াছেন। ব্রহ্ম মায়াগন্ধবিরহিত, সৃষ্টির জন্য যিনি মায়াসম্বন্ধবশতঃ মায়ী নামে আখ্যাত হইয়াছেন, তিনি সর্ব্বাতীত ব্রহ্ম নহেন। এই মায়ী ঈশ্বরাখ্যায় আখ্যাত। ইনি যখন মায়ার সহিত সম্বন্ধপরিহার করেন, তখন ব্রহ্ম আর তাঁহাতে কোন প্রভেদ থাকে না। ব্রহ্ম ও ঈশ্বর, এ দুইয়ের প্রভেদ-করিয়াও তিনি এ প্রভেদ সর্ব্বত্র রক্ষা করিয়াছেন, এ কথা বলা যাইতে পারে না *। দুইয়ের প্রভেদ করিয়া প্রভেদরক্ষা না করা ইহার কারণ কি, এ জিজ্ঞাসার উত্তর অতি সহজ। সর্ব্বাতীত অপরোক্ষ ব্রহ্ম জগদাদির সহিত সকলসম্বন্ধবর্জ্জিত হইলেও তাঁহারই ভিতরে জগৎ ও জীব স্থিতি করে, এজন্য তাঁহার সহিত বাহ্য,আন্তর ও আত্মিক জগতে প্রকাশমান নিয়ন্তা আত্মার একত্ব "একাত্মপ্রত্যয়সারম্" এই বাক্যে স্বয়ং শ্রুতিই নির্দ্দেশ-করিয়াছেন। এ নির্দ্দেশে একই ব্রহ্ম সর্ব্বাতীত, সর্ব্বগত ও সর্ব্বান্তর্ভাবক, ইহাই আসিতেছে। সুতরাং

---

* লক্ষ্য সমস্তজগৎকারণস্য ব্রহ্মণো ব্যাপিত্বং নিত্যত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বাত্মকত্বমিত্যেবং জাতীয়কো ধর্ম্ম উক্তএব ভবতি। (বে, সূ, ১।২)। যৎ সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং শারীরাদধিকমন্যৎ তদ্বয়ং জগতঃ স্রষ্টৃ ব্রূমঃ। (বে. সূ, ২।১।২২)। যস্মাদস্মিন্ ব্রহ্মণি কারণে পরিগৃহ্যমাণে প্রদর্শিতেন প্রকারেণ সর্ব্বে কারণধর্ম্মা উপপদ্যন্তে সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি মহামায়ঞ্চ তদ্ ব্রহ্ম ইতি তস্মাদনতিশঙ্কনীয়মিদমৌপনিষদং দর্শনমিতি।

(বে, সূ, ২।১।৩৭।)

সাধনার্থ জীব ও জগতের লয় করিলে কি হয় তাহা বলিতে গিয়া ব্রহ্মের স্রষ্টৃত্বাদি অস্বীকৃত, অন্য সময়ে তাঁহার স্রষ্টৃত্বাদি স্বীকৃত হইয়াছে। জীবসম্বন্ধে যে বিরোধ তাহাও নামমাত্র। শক্তি বিনা সৃষ্টি হইতে পারে না, এ কথা যেমন তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন, তেমনি জীবের প্রথম হইতে অস্তিত্ব না থাকিলে সৃষ্টি অসম্ভব, ইহা তিনি বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই *। জীব ও জগৎ ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধবশতঃ সত্য, তাঁহার এ কথার সঙ্গে কাহার বিরোধ আছে †? যদি জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম, এ তিনের সম্বন্ধবিষয়ে কোন বিরোধই না থাকিবে, তাহা হইলে পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ কি বৃথাই শঙ্করের মতখণ্ডনের জন্য বাগ্‌জাল-বিস্তার করিয়াছেন? বিবাদের কারণ এই টুকু দেখিতে পাওয়া যায়,—শঙ্কর আত্যন্তিকলয়ে জগৎ ও জীবকে মিথ্যাভূত করিয়া দিয়া ব্রহ্মমাত্রাবশেষ রাখেন, অন্যান্য আচার্য্যগণ সূক্ষ্মাকারে অবিভাগাবস্থায় জীব ও জগতের ব্রহ্মেতে স্থিতি বিশ্বাস-করেন। এখানেও আত্যন্তিক লয় ও সাধারণ লয়, এই দুই লইয়া বিরোধ.

---

* উপলভ্যতে চ সংসারস্যানাদিত্বং শ্রুতিস্মৃত্যোঃ। শ্রুতৌ তাবৎ—'অনেন জীবেনাত্মনা' ইতি স্বর্গমুখে শারীরমাত্মানং জীবশব্দেন প্রাণধারণ-নিমিত্তেনাভিলপন্ননাদিঃ সংসার ইতি দর্শয়তি। আদিমত্ত্বে তু ততঃ প্রাগনবধারিতঃ প্রাণঃ স কথং প্রাণধারণনিমিত্তেন জীবশব্দেন সর্গমুখেঽভিলপ্যেত।
• (বে, সূ, ২।১।৩৬)।

† ননু বাচারম্ভণমাত্রঞ্চেজ্জীবো মৃষৈব প্রাপ্তঃ তথা পরলোকেহলোকাদি চ কথং তস্য? নৈষ দোষঃ, সদাত্মনা সত্যত্বাভ্যুপগমাৎ, সর্ব্বঞ্চ নামরূপাদি সদাত্মনৈব সত্যং বিকারজাতং স্বতন্ত্বনৃতমেব। 'বাচারম্ভণং বিকারোনামধেয়ম্' ইত্যুক্তত্বাৎ। তথা জীবোঽপীতি যক্ষানুরূপো হি বলিরিতিন্যায়-প্রসিদ্ধিঃ। ছা. ভা।

কেন না সাধারণ নয়ে জীব ও জগতের শক্তিরূপে স্থিতি শ্রীমচ্ছঙ্করেরও অভিমত *। জীব ব্রহ্মের বিকার নয়, ব্রহ্মই কার্য্যে প্রবেশ করাতে জীব হন, শঙ্কর এ কথা বলিয়া জগৎসম্বন্ধে তাঁহার যে মত, জীবসম্বন্ধে সে মতের কিছু যে ব্যতিক্রম করিয়াছেন তাহা নহে, কেন না তিনি কার্য্যকারণের ভেদ বা আশ্রিতাশ্রয় সম্বন্ধ স্বীকার করেন না, কারণেরই সংস্থানবিশেষকে কার্য্য বলেন। † জীবের জন্ম নাই উপাধিসম্বন্ধই তাহার জন্ম, ইহাতো তিনিও অস্বীকার করেন নাই। ‡ আচার্য্যগণের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ অকিঞ্চিৎকর, কেন না কারণের কার্য্যোৎপাদনে সামর্থ্য কারণমধ্যে বিদ্যমান থাকে, ইহা যখন তিনি স্বীকার করিয়াছেন, তখন সেইটিই যদি অপরে ভাষান্তরে ব্যক্ত করিয়া থাকেন, তাহা

---

* 'অনেন জীবেন' ইতি স্ববুদ্ধিস্থং পূর্ব্বসৃষ্ট্যনুভূতং প্রাণধারণমাত্মানমেব স্মরন্ত্যাহ 'অনেন জীবেনাত্মনা' ইতি। ছা, ভা,

প্রলীয়মানমপি চেদং জগৎ শক্ত্যবশেষমেব প্রলীয়তে শক্তিমূলমেব চ প্রভবতীতরথাঽকস্মিকত্বপ্রসঙ্গাৎ। (বে, সূ. ১।৩।৩০)।

উপনিষদে জলের সঙ্গে জলের ন্যায় একীভাব এবং ব্রহ্মেতে অভিন্নভাবে স্থিতি উভয়ই আছে। এ উভয়ের সামঞ্জস্য সামর্থ্যাকারে স্থিতিভিন্ন আর কি হইতে পারে? এ বিষয়ে শঙ্করের বিমত হইবার কোন কথা নাই; কেন না তিনি আপনি বলিয়াছেন, "এবময়মপি বুদ্ধিসম্বন্ধঃ শক্ত্যাত্মনা বিদ্যমানএব সুষুপ্তিপ্রলয়য়োঃ পুনঃপ্রবোধপ্রসবয়োরাবির্ভবতি। এবং হ্যেতদ্যুজ্যতে। ন হ্যাকস্মিকী কস্যচিদুৎপত্তিঃ সম্ভবতি, অতিপ্রসঙ্গাৎ। (বে, সূ, ২।৩।৩১)।

† ন হি কার্য্যকারণয়োর্ভেদ আশ্রিতাশ্রয়ভাবো বা বেদান্তবাদিভিরভ্যুপগম্যতে। কারণস্যৈব সংস্থানমাত্রং কার্য্যমিত্যভ্যুপগমাৎ।

(বে, সূ, ২।২।১৭)।

‡ উপাধ্যুৎপত্ত্যৌ চাস্যোৎপত্তিস্তৎপ্রলয়ে চ প্রলয় ইতি। (বে, সূ, ২,৩।১৭)

হইলে বিরোধের ভূমি রহিল কোথায় * ? বিবর্ত্তবাদ ও পরিণাম-বাদ, এ দুইয়ের পার্থক্যও অতি সামান্য, কেন না এ উভয়ই সৃষ্টির গভীর-রহস্যোদ্ঘাটনে সমান অসমর্থ।' রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি, শুক্তিতে রজতভ্রান্তি, এ দৃষ্টান্তে দৃশ্যমান পদার্থের যে সত্তায় বিনষ্ট হয় না, শঙ্কর এ কথা আপনি অস্বীকার করেন নাই † । শঙ্কর জ্ঞানকর্কশ ভক্তির অনুকূল নহেন, এ কথাও বলা যাইতে পারে না।

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্ ।
সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ ॥

"হে নাথ, তোমার আমার মধ্যে ভেদ চলিয়া গেলেও আমি তোমার তুমি আমার নও, কারণ সমুদ্র হইতে তরঙ্গ, তরঙ্গ হইতে কোথাও সমুদ্র উৎপন্ন নয়।" ভক্তগণ শঙ্করের এ কথা নিরন্তর উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। এ কথা যে তাঁহার, তাঁহার নিজের বেদান্তসূত্র ভাষ্যই তাহার প্রমাণ ‡। ভক্তিশাস্ত্রে ভগবদাজ্ঞা ও

---

* যচ্চ যদাত্মনা যত্র ন বর্ত্ততে ন তৎ তত্র তত উৎপদ্যতে যথা সিকতাভ্যস্তৈলম্। (বে, সূ, ২।১।১৬)।

† দধিঘটরুচকাদ্যর্থিভিঃ প্রতিনিয়তানি কারণানি ক্ষীরমৃত্তিকাসুবর্ণাদীন্যুপাদীয়মানানি লোকে দৃশ্যন্তে। ন হি দধ্যর্থিভির্মৃত্তিকোপাদীয়তে, ন ঘটাদ্যর্থিভিঃ ক্ষীরম্। তদসৎকার্য্যবাদো নোপপদ্যতে। (বে, সূ, ২।১।১৮)।

একরূপেণ হ্যবস্থিতো যোঽর্থঃ স পরমার্থঃ। লোকে তদ্বিষয়ং জ্ঞানং সম্যক্ জ্ঞানমিত্যুচ্যতে যথাগ্নিরুষ্ণ ইতি। (বে, সূ, ২।১।১১)।

ন হি রজতসর্পপুরুষমৃগতৃষ্ণিকাদিবিকল্পাঃ শুক্তিকারজ্জুস্থাণূষরাদিব্যতিরেকেণাবস্ত্বাস্পদাঃ শক্যাঃ কল্পয়িতুম্। (মাণ্ডুক্যভাষ্য)।

‡ সমুদ্রাদুদকাত্মনোঽনন্যত্বেঽপি তদ্বিকারাণাং ফেনবীচীতরঙ্গবুদ্বুদাদীনামিতরেতরবিভাগ ইতরেতরসংশ্লেষাদিলক্ষণশ্চ ব্যবহার উপলভ্যতে।
(বে, সূ, ২।১।১৩।)

ভগবদনুগ্রহ প্রধান। ভগবদাজ্ঞা বিনা সংসার হয় না, ভগবদনুগ্রহ বিনা তত্ত্বজ্ঞানলাভ হয় না, শঙ্কর মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করিয়াছেন *। অনাত্মবস্তুতে আত্মদৃষ্টি অবিদ্যা, ইহা কোন বাদীই অস্বীকার করেন না। অনাত্মদৃষ্টিনিবন্ধন উৎপন্ন সংসারের নিবৃত্তি হয় প্রপঞ্চের নহে, এ কথাতেও কাহারও আপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না।

শ্রীকণ্ঠ।

আচার্য্য শ্রীকণ্ঠ শঙ্করকে নিরন্বয়বাদী আখ্যা দিয়াছেন। এই এক আখ্যাতেই তাঁহার নিজের মত কি আমরা সহজে বুঝিতে পারি। সমুদায় জগতের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া শঙ্কর সর্ব্বাতীত ব্রহ্মকে গ্রহণ করিয়াছেন, সমুদায় জগতের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট করিয়া শ্রীকণ্ঠ সর্ব্বগত সর্ব্বান্তর্ভাবক ব্রহ্মকে উপাস্য করিয়াছেন। জগৎ ও জীব তাঁহার নিকটে ব্রহ্মশক্তি, ব্রহ্মস্বরূপ, ব্রহ্মগুণ; ব্রহ্ম কখন এই স্বরূপ-শক্তি-ও-গুণ-বিরহিত নন। ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ বিনা জন্ম-স্থিতি-প্রবৃত্তি সম্ভবে না, সুতরাং এ জগৎ ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত নহে। ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিত্ব, সর্ব্বকারণত্ব, সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব, সর্ব্বোপাস্যত্ব, সর্ব্বানুগ্রাহকত্ব, সর্ব্বপুরুষার্থপ্রদত্ব প্রভৃতি গুণ দেশকালাদিপরিচ্ছেদশূন্যা চিদানন্দময়ী স্বাভাবিকী পরমশক্তি বিনা কখনই সম্ভবে না। চেতনাচেতন সমগ্র প্রপঞ্চ এই পরমশক্তির ঐশ্বর্য্য, এবং ইহাই তাঁহার

---

* অবিদ্যাবস্থায়াং কার্য্যকারণসংঘাতাবিবেকদর্শিনো জীবস্যাবিদ্যাতিমিরান্ধস্য সতঃ পরস্মাদাত্মনঃ কর্ম্মাধ্যক্ষাৎ সর্ব্বভূতাধিবাসাৎ সাক্ষিণশ্চেতয়িতুরীশ্বরাৎ তদনুজ্ঞয়া কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বলক্ষণস্য সংসারস্য সিদ্ধিঃ, তদনুগ্রহহেতুকেনৈব চ বিজ্ঞানেন মোক্ষসিদ্ধির্ভবিতুমর্হতি। (বেঃ সূঃ, ২।৩।৪১)।

রূপ। বিশেষণ ও বিশেষ্যের ন্যায় প্রপঞ্চরূপা শক্তি এবং ঈশ্বর যখন ভিন্ন বস্তু নহেন, তখন প্রপঞ্চ ঈশ্বরেরও ঐশ্বর্য্য ও রূপ। প্রপঞ্চ যখন তাঁহার রূপ হইল, তখন সাধকের পক্ষে প্রপঞ্চের প্রতি বিদ্বেষ ঈশ্বরের প্রতি বিদ্বেষ, তৎপ্রতি হিংসাতে ঈশ্বরের প্রতি হিংসা হয়।

শঙ্কর সর্ব্বাতীত ব্রহ্মকে গ্রহণ-করিতে গিয়া তাঁহারি শিব বা মঙ্গলস্বরূপ গ্রহণ-করেন নাই। শ্রীকণ্ঠ সেই শিবস্বরূপকে 'শিবতত্ত্ব'রূপে গ্রহণ-করিয়া তাঁহাকেই সমুদায় জগতের জন্মাদির কারণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই শিবতত্ত্ব 'নিখিল মঙ্গলের আধার' 'সমস্তসংসারকলঙ্কশূন্য।' সুতরাং শান্ত ও শিব, এই দুইটি বিশেষণ এক শিবশব্দের মধ্যে অন্তর্ভূত করিয়া লওয়া হইয়াছে। সংক্ষেপে উভয়ের প্রভেদ নির্দ্দেশ করিতে গেলে বলিতে হয়,

অহং ব্রহ্মাস্মি,

এই শ্রুতি যেমন শঙ্করের অবলম্বন,

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি,

এই শ্রুতি তেমনই শিবাচার্য্য শ্রীকণ্ঠের অবলম্বন। ইনি চিদানন্দময়ী শক্তি কেন গ্রহণ-করিয়াছেন তাহার কারণ আপনি প্রদর্শন করিয়াছেন। উপনিষৎ প্রাজ্ঞেতে যে সকল বিশেষণযোগ করিয়াছেন, শক্তি বিনা সে সকল বাস্তবিকই প্রকাশ পায় না। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বান্তর্য্যামী, সকলের উৎপত্ত্যাদির হেতু, এ সকল বিশেষণ শক্তিব্যঞ্জক তাহাতে আর সংশয় কি? সর্ব্বাতীত ব্রহ্মের শিবস্বরূপ অবশ্য বস্তুর স্বরূপব্যঞ্জক। এই স্বরূপের যে নিয়মনী শক্তি আছে তাহাতো শ্রুতি অস্বীকার করেন নাই। বৈশ্বানর,

তৈজস ও প্রাজ্ঞ, এ তিন যেমন নিয়ন্তা, চতুর্থ সর্ব্বাতীত ব্রহ্মও তেমনি নিয়ন্তা আত্মা। শ্রীকণ্ঠ প্রভৃতি আচার্য্যগণ শিবস্বরূপের নিয়ন্তৃত্বস্বীকারপূর্ব্বক সর্ব্বাতীত ব্রহ্মকে সর্ব্বকারণরূপে গ্রহণ-করিয়া যে বলিয়াছেন, ব্রহ্ম কখন শক্তিহীন হইতে পারেন না, এ কথা বলিবার তাঁহাদের অধিকার আছে। 'ব্রহ্ম-নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি' এ কথা স্বয়ং শঙ্করও বলিয়াছেন। সে যাহা হউক, শৈবাচার্য্য "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি" এই শ্রুতি গ্রহণ-করিয়া উহার ঠিক প্রয়োগ করিয়াছেন, এখন ইহাই বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। এ পথে সিদ্ধি কি, লক্ষ্য কি, সেইটি নির্ব্বাচন-করিলেই উহার যথার্থ প্রয়োগ আমরা বুঝিতে পারিব। সিদ্ধ ব্যক্তির সম্মুখে প্রপঞ্চ থাকিয়াও তিনি প্রপঞ্চদর্শন করেন না, এক ব্রহ্মকেই তিনি দেখেন, এ কথার অর্থ এই যে, তিনি প্রপঞ্চকে বিলীন অর্থাৎ শিবতত্ত্বসহ অপৃথক্ ভাবে গ্রহণ-করিয়া কেবল তাঁহারই ক্রিয়া বা লীলা নিয়ত প্রত্যক্ষ করেন। এরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি আনন্দে মগ্ন হইয়া যান।

রামানুজ।

রামানুজ এবং শ্রীকণ্ঠ এ উভয়ের মতের বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। ইহাদের উভয়ের কৃত বেদান্তসূত্রভাষ্য মূলতঃ এক। এ উভয়েরই মধ্যে পার্থক্য কি, সেইটি দেখিলে রামানুজ কোন্ সোপানে থাকিয়া বেদান্তব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা আমরা সহজে বুঝিতে সমর্থ হইব। শ্রীকণ্ঠ ব্রহ্মকে নিয়ন্তৃরূপে গ্রহণ-করেন নাই তাহা নহে, কিন্তু ব্রহ্মের আনন্দে বিলীন হইয়া যাওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য। রামানুজ সর্ব্বত্র নিয়ন্তৃত্বেরই প্রাধান্যস্বীকার করিয়া-

ছেন। শ্রীকণ্ঠ ব্রহ্মশক্তিকে চিদানন্দময়ী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, রামানুজ ব্রহ্মের নিয়মনী শক্তিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। ইঁহার মতে শক্তি, অংশ, বিভূতি, রূপ, শরীর, তনু ইত্যাদি ভগবানের নিয়মন ব্যাপার ভিন্ন আর কিছুই নহে। মুক্তিবিষয়ে এ দুই আচার্য্যের যে মতপার্থক্য আছে, তাহাতেই ইঁহাদের প্রভেদ সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়। শ্রীকণ্ঠ ব্রহ্মসাম্যকে, রামানুজ ব্রহ্মসাধর্ম্ম্যকে মুক্তি বলেন। কেবল স্বরূপের একতা নহে আনন্দ মগ্ন হইয়া অভিন্ন ভাবে স্থিতি ব্রহ্মসাম্য। ব্রহ্মের সমানধর্ম্মী হইয়া নিয়ত তাঁহার গুণানুভব সাধর্ম্ম্য। এই গুণানুভব চিন্তনমননসাধ্য, সুতরাং

অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ,

এই শ্রুতির এখানে প্রাধান্য। ছলকপটশূন্যব্রহ্মানুভব, অন্য কথায় ব্রহ্মের অনুভব নিজের অনুভব হওয়াই মুক্তের মুক্তাবস্থা। ব্রহ্মগুণানুভব ব্রহ্মের কল্যাণগুণানুভব ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং শ্রীকণ্ঠ যেমন আনন্দে মগ্নভাবজ্ঞাপক তৃতীয় সোপানস্থ, রামানুজ তেমন গুণানুভবজ্ঞাপক দ্বিতীয় সোপানস্থ। রামানুজোক্ত একতাও আনন্দমগ্নতাজন্য নয় নিয়াম্য-নিয়ামকের একতাঘটিত। ব্রহ্ম প্রকারী জীব তাঁহার প্রকার, মুক্তাবস্থাতেও এ প্রকার-ও-প্রকারিত্ব-বোধ থাকে।

মধ্ব।

আচার্য্য মধ্বের প্রধান পার্থক্য এই যে, তিনি দশোপনিষদের উপরে একান্ত নির্ভর না করিয়া ভাল্লবেয় প্রভৃতি কতকগুলি অপ্রসিদ্ধ শ্রুতি-অবলম্বনে বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শিব-নারায়ণ-প্রভৃতি শব্দ বেদান্তসূত্রে নাই, অথচ শ্রীকণ্ঠাদি

আচার্য্যগণ সেই সকল ভিন্ন প্রস্থানোক্ত * বচন স্থানে স্থানে তুলিয়াছেন, মধ্ব কিন্তু দশোপনিষদের বচনই স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়াছেন। জীব, জগৎ ও ঈশ্বর, এ তিনই মধ্বমতে সত্য, তবে জীব ও জগৎ ঈশ্বরাধীন, ঈশ্বরাধীন না হইয়া স্বতন্ত্রভাবে উহাদের কার্য্যকরিবার সামর্থ্য নাই। ঈশ্বর জীবাদিনিরপেক্ষ হইয়া আপনার স্বরূপশক্তিতে সৃষ্ট্যাদি করিয়া থাকেন। প্রকৃতির সত্ত্বাদি সকলই ঈশ্বর হইতে, সুতরাং প্রকৃতি সর্ব্বথা অস্বতন্ত্র। যাহা কিছু নানা ভাগে বিভক্ত, তাহাই বিকারী। প্রকৃতি, পুরুষ ও কাল নানা ভাগে বিভক্ত, সুতরাং উহারা বিকারের অধীন। জীব নিত্য, ঈশ্বর হইতে তাহার উৎপত্তি উপাধিযোগে হইয়া থাকে। জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইলেও উহার জ্ঞানানন্দাদি সকল গুণই ব্রহ্মগুণ, সুতরাং গুণের একতাবশতঃ উহাকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া গ্রহণকরা হয়। জীব অল্পশক্তি ও অল্পজ্ঞ, সুতরাং উহার সকল বিষয় জানিবার বা করিবার সামর্থ্য নাই। জীবের কর্তৃত্ব আছে বটে, কিন্তু সে কর্তৃত্ব ভগবান্ই তাহাকে দিয়া থাকেন। ঈশ্বরের আজ্ঞাতেই তাহার প্রবৃত্তি উপস্থিত হয়, তাঁহার অনুগ্রহেই তাহার বন্ধননিবৃত্তি হয়। জীব মুক্ত হইলে যদিও ঈশ্বরের সহিত তাহার অভিন্নতা উপস্থিত হয়, তথাপি আন্তরিক ভেদ অপগত হয় না, কেন না জলের সহিত জল মিশাইলে এক হইয়া যায় বটে, কিন্তু পরিমাণাদিতে তখনও আন্তরিক ভেদ থাকে। মুক্তাবস্থাতে জীব এক ঈশ্বর-

* ন চ......পৃথক্প্রতীকগ্রহণাভাবেহপি ন দোষ ইতি বাচ্যম্। মহানারায়ণস্য ভিন্নপ্রস্থানত্বেন বিনা প্রতীকগ্রহণমিমানি সূত্রাণ্যেতদুপনিষৎপরাণীতি নির্ণয়াযোগাৎ।—মিতাক্ষরা ব্রহ্মসূত্রবিবৃতি

ভিন্ন আর কাহারও অধীন থাকে না। রামানুজ মুক্তাবস্থায় ঈশ্বরাধীনতার কথার উল্লেখ করেন নাই। ইহার কারণ এই যে, নিয়ন্তার সহিত নিয়ম্য মুক্ত পুরুষের এমনই একতা হয় যে, তখন আর বিধি-নিষেধের কোন প্রয়োজন থাকে না। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরমাত্মা আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু স্থানের ভিন্নতাবশতঃ তাঁহার রূপের কোন ভিন্নতা হয় না। তিনি যখন প্রকৃতি-আদির প্রবর্ত্তক, তখন তাহাদিগের ন্যায় তাঁহার রূপ হইবে কি প্রকারে? তিনি বিজ্ঞানানন্দরূপ, সুতরাং ইহাতেই অন্যান্য রূপ হইতে তাঁহার রূপের বৈলক্ষণ্য। এস্থলে,

রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ,

এ শ্রুতির আমরা নিয়োগ দেখিতেছি।

বল্লভ।

বল্লভ বিষ্ণুস্বামীর স্থলাভিষিক্ত। ইহার মত শুদ্ধাদ্বৈতবাদ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আমরা ইহাকে বিষ্ণুস্বামীর নামেই পরিচিত করিব। পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ। সৃষ্টির আদিতে সদংশে জড়, এবং চিদংশে জীব অগ্নির স্ফুলিঙ্গের ন্যায় তাঁহার ইচ্ছাতে তাঁহা হইতে নিঃসৃত হয়। ব্রহ্মের আনন্দাংশ অন্তর্যামী। আনন্দাংশ অন্তর্হিত হওয়াতেই জীবের জীবত্ব, সেই আনন্দের আবির্ভাবেই উহার ব্রহ্মত্ব বা সাযুজ্যলাভ হইয়া থাকে। আনন্দের আবির্ভাবে জড় ব্রহ্মসত্তাপূর্ণ হয়। প্রপঞ্চ প্রকৃতি-বা-পরমাণুসমুৎপন্ন নয়, কারণরূপী ভগবানের কার্য্য; কার্য্য হইয়াও উহা তাঁহার রূপ। যদি তাঁহার রূপ না হয়, তাহা হইলে উহার অসত্তা উপস্থিত হয়। প্রপঞ্চ অজ্ঞান বা ভ্রম নয়, উহার বিনাশ নাই, আবির্ভাব-ও-তিরোভাবমাত্র আছে। আমি

কর্ত্তা, আমি সমুদয় করি ইত্যাদি অহঙ্কার অবিদ্যা। এই অবিদ্যা হইতে যে সংসার হয়, সে সংসারের বিনাশ আছে। মুক্তিতে এই সংসারেরই বিনাশ হয়, প্রপঞ্চের বিনাশ হয় না। ঈশ্বর যখন আপনাতে আপনি বিরাজ করিতে অভিলাষ করেন, তখন প্রপঞ্চের লয় হয় বটে, কিন্তু দিনের অপগমে রাত্রির আগমন হইলে যে প্রকার উহা সুখাবহ হয়, তেমনি লয়ও জীবের সুখের কারণ হয়। ঈশ্বর যখন আপনাতে আপনি বিরাজমান না থাকিয়া স্বেচ্ছানুরূপ লীলায় প্রবৃত্ত থাকেন, তখন মুক্ত জীব আনন্দে মগ্ন থাকিয়া সর্ব্বাত্মা পরব্রহ্মকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দর্শন-করেন। বল্লভ স্বয়ং ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত পরিব্রাজক থাকিয়া পরিশেষে ভগবদাজ্ঞায় গার্হস্থ্যাশ্রয় করেন। ইঁহার মতে গার্হস্থ্য শ্রেষ্ঠ, কেন না উহাতে ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় ও সর্ব্বান্তঃ-করণে ভগবদ্ভজনজনিত আনন্দলাভ হয়। সন্ন্যাসধর্ম্মকে ইনি পাষণ্ড ধর্ম্ম বলেন, এ জন্য শঙ্করকে পাষণ্ডধর্ম্মের প্রবর্ত্তয়িতা বলিতে ইনি কুণ্ঠিত হন নাই। বৃহন্নারদীয় পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়

যঃ স্বকর্ম্মপরিত্যাগী পাষণ্ডীত্যুচ্যতে বুধৈঃ।

১৪ অ, ১৩৩ শ্লো।

সুতরাং এরূপ নিন্দাবাদ তিনি আপনি করিয়াছেন তাহা নহে।

নিম্বার্ক।

ভিন্ন, অভিন্ন, ভিন্নাভিন্ন, এরূপ স্পষ্ট ভাষায় উপনিষৎ কিছুই বলেন নাই, অথচ জগৎ, জীব ও ঈশ্বরের স্বাভাবিক-সম্বন্ধনির্ব্বাচন করিতে গিয়া কোথাও ভিন্নরূপে, কোথাও অভিন্নরূপে, কোথাও ভিন্নাভিন্ন উভয়রূপে পদার্থত্রয়ের সম্বন্ধ প্রদর্শন-করিয়াছেন। আচার্য্যগণ এই সম্বন্ধ স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিবার জন্য কেহ ভেদ,

কেহ অভেদ, কেহ ভেদাভেদ পক্ষ উত্থাপন করিয়া স্ব-স্ব-ভাষ্য-রচনা করিয়াছেন। মধ্ব ভেদপক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক জীব ও জগতের অস্বতন্ত্রতা, এবং ঈশ্বরাধীনতা স্বীকার করিয়া অভিন্নতার সঙ্গে ভেদ-শ্রুতি সকলের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। শঙ্কর, শ্রীকণ্ঠ, রামানুজ, ও বিষ্ণুস্বামী অভেদপক্ষাশ্রয়পূর্ব্বক ব্রহ্মভিন্ন অন্য বস্তুর তাত্ত্বিক সত্তা অস্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্ম ভিন্ন যদি অন্য বস্তুর তাত্ত্বিক সত্তা না থাকে, তবে জগৎ ও জীব কোথা হইতে আসিল, ইহা মীমাংসাকরিবার জন্য শঙ্কর অজ্ঞান বা মায়া বলিয়া 'আছে অথচ নাই' * এরূপ এক অনির্ব্বচনীয় পদার্থ স্বীকার-করিয়াছেন। অজ্ঞান অবস্তু হইলেও ব্রহ্মকে তাহার আশ্রয় না করিলে চলে না, করিলেও তাঁহার শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপে অজ্ঞানসংস্পর্শের দোষ পড়ে, ইহা দেখিয়া শ্রীকণ্ঠ ও রামানুজ শঙ্করের পথ পরিহারপূর্ব্বক ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন চিৎ ও অচিৎ পদার্থ স্বীকার-করিয়া লইলেন। চিৎ ও অচিৎ বিশেষণস্থানীয় এবং ব্রহ্ম বিশেষ্যস্থানীয়। বিশেষ্য ছাড়া বিশেষণের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, সুতরাং বিশেষণ স্থানীয় চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মের একত্ব ও অখণ্ডত্বের ব্যাঘাতক নয়। বিষ্ণুস্বামী এক অখণ্ড ব্রহ্মবস্তু স্বীকার করিয়া এই মত স্থাপন-করিলেন যে, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই ইচ্ছাবশতঃ চিৎ ও আনন্দের তিরোধান করিয়া জড়, এবং একমাত্র আনন্দের তিরোধান করিয়া জীব উৎপন্ন করি-

---

* 'আছে অথচ নাই' এ কথা শুনিতে নিতান্ত অসম্বদ্ধ, কিন্তু ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধে যাহার সত্তা, সম্বন্ধবিরহিত হইলে যাহার অসত্তা উপস্থিত হয়, তাহা আছে ও নাই উভয়ই। এ দিক্ দিয়া দেখিলে আর 'আছে অথচ নাই,' এ কথার অসম্বদ্ধ ভাব থাকে না। জ্ঞানে এইটি প্রতিভাত হয় বলিয়া বস্তুতঃ লয় না হইলেও জ্ঞানে জগতের লয়সাধন যোগিগণের সাধনের পন্থা।

লেন, সুতরাং এই তিরোধান অন্তরিত করিলেই ব্রহ্ম যে অখণ্ড বস্তু সেই অখণ্ড বস্তু রহিলেন। নিম্বার্ক ইঁহাদের কোন কথাই অবলম্বন করিলেন না। তিনি দেখিলেন, মায়া বা অজ্ঞান স্বীকার করিলে ব্রহ্মই মায়াতে বদ্ধ, ব্রহ্মই মায়া হইতে মুক্ত হন, এই অসম্বদ্ধ কথা মানিতে হয়; বিশেষণ ও বিশেষ্যের সম্বন্ধ নির্দ্দোষ নহে, কেননা বিশেষণরূপী জড় ও জীব দোষসংশ্লিষ্ট; ব্রহ্মের সহিত উহাদের একত্ব মানিলে বিশেষণগত দোষে যেমন বিশেষ্য দূষিত হয়, তেমনি উহাদের দোষে ব্রহ্ম দোষসংস্পৃষ্ট হন। শঙ্করের মায়া পদার্থ মিথ্যাভূত, সুতরাং তদ্ঘটিত দোষও মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার উপায় আছে, কিন্তু শ্রীকণ্ঠ ও রামানুজের বিশেষণভূত চিৎ ও অচিৎ সেরূপ মিথ্যা নহে, সুতরাং তদ্ঘটিত দোষের আর অপনয়নহইবার সম্ভাবনা নাই। নিম্বার্ক এ জন্যই মায়াবাদ হইতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদকে অধঃকরণ করিয়া স্বয়ং স্বাভাবিক ভিন্নাভিন্নবাদ * আশ্রয় করিয়াছেন। ভিন্নাভিন্ন হইলেও একের দোষ অপরেতে সংস্পৃষ্ট হয়, এ দোষ তিনি এই বলিয়া অপনয়ন করিয়াছেন যে, জগৎ, জীব ও ঈশ্বরে স্বরূপগত ভিন্নতা আছে। এ স্বরূপগত ভিন্নতা জড়ের চৈতন্যবিরহিতত্ব, জীবের অল্পশক্তিত্ব অল্পজ্ঞানত্ব। চিৎ ও অচিৎ উভয়েই ব্রহ্মশক্তি এ জন্য অভিন্ন, কিন্তু উহাদের আংশিকতা বা অল্পতানিবন্ধন উহারা ভিন্ন। সাধন মনন বা চিন্তনপ্রধান। নিম্বার্কাচার্য্যের

---

* শ্রীচৈতন্যের অনুগামিগণ মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু মধ্ব যে প্রকারে অভেদ-শ্রুতিগুলিকে ভেদবাদের সহিত সমঞ্জস করিয়াছেন, মনে হয় তাহাতে ইঁহারা সন্তুষ্ট না হইয়া আপনাদের বৈদান্তিক মতকে 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

মুক্তিসম্বন্ধে মত এই ;—এই বিশ্ব ঈশ্বরের পরাশক্তি-ও-অপরাশক্তিসম্ভূত। সুতরাং উহা সর্ব্বদা ব্রহ্মেতেই স্থিতি করে। এরূপ স্থলে মোক্ষাবস্থায় জীবের বিশ্বরূপী ভগবানে প্রবিষ্ট হইয়া স্থিতি, কিছু বিবাদের বিষয় নহে। জীবের আত্ম-স্বরূপের বিলোপ হয় না ; মুক্ত ব্যক্তি নিত্য ভগবানের সহবাস অনুভব করিয়া থাকেন। এই নিত্য সহবাসানুভবই ভগবদ্ভাবাপত্তি-রূপ মোক্ষ।

নিম্বার্ক ভগবদ্গীতার মতানুবর্ত্তনে ভাষ্যরচনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু গীতায় যেমন সাংখ্য ও পাতঞ্জল সহ বৈদান্তিকমতের সম্মিলন সাধিত হইয়াছে, ইনি সেরূপ সম্মিলনসাধন করিতে যত্ন করেন নাই। এ বিষয়ে বলিতে হইবে বিজ্ঞানভিক্ষুই আদরণীয়। তাঁহার আর এক প্রশংসনীয় গুণ এই যে, বেদান্তে যে সকল সংজ্ঞা নাই সে সকল সংজ্ঞা উদ্ভাবন-করিয়া নিজ-মত-স্থাপনে তিনি ব্যগ্র ছিলেন না। ভেদ, অভেদ, ভেদাভেদ এ সকল সংজ্ঞার প্রতি উপেক্ষাপ্রদর্শনপূর্ব্বক তিনি অবিভাগবাদস্থাপন করিয়াছেন। ভিন্ন ও অভিন্ন শব্দ বেদান্তে নাই বটে, কিন্তু বিভক্ত ও অবিভক্ত শব্দ জীব, জগৎ ও পরমাত্মার সম্বন্ধস্থলে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে *। ঈশ্বর জগৎ ও জীবের সহিত অবিভক্ত ভাবে সর্ব্বদা স্থিতি করি-তেছেন, এ কথা বলিলে অদ্বৈতবাদের দোষ স্পর্শে না, অথচ অদ্বৈতবাদ যে ঘনিষ্ঠযোগস্থাপনে সাহায্য করেন, তাহা অতি সুন্দররূপে সাধিত হয়। বাহিরে যাহা বিভক্ত বলিয়া প্রতীত হয়, ভিতরে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অবিভক্ত ভাবে অবস্থিত। এরূপ দৃষ্টিতে ভূতার্থবাদে দ্বৈতাদ্বৈতবাদের

---

* বৃহ, ৬।৩।২৩—৩১।

দোষ অন্তর্হিত হইয়া যায়। এ সকল কথা এখন যাউক, ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্যগণের মতসামঞ্জস্যে বেদান্তের ধর্ম্ম কি প্রকার পরিষ্কার প্রকাশ পাইয়াছে, ইহাই আমাদের ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা উচিত। মাণ্ডুক্যোপনিষদবলম্বনে আমরা বেদান্তের ধর্ম্ম দেখাইতে যত্ন করিয়াছি। মাণ্ডুক্য বহির্জগৎ, অন্তর্জগৎ, অধ্যাত্মজগৎ এবং এ সকলের অতীত ভূমিতে ব্রহ্মদর্শনের প্রণালী নিবদ্ধ করিয়াছেন। বহির্জ্জগৎ প্রথম, অন্তর্জগৎ দ্বিতীয়, অধ্যাত্মজগৎ তৃতীয় ও অতীতভূমি চতুর্থ। আমরা দেখিয়াছি, মধ্ব প্রথম, রামানুজ দ্বিতীয়, শ্রীকণ্ঠ তৃতীয়. শঙ্কর চতুর্থ ভূমির সাধক। মোটামুটি ভাবে ধরিলে বিষ্ণুস্বামীতে তৃতীয় ও চতুর্থের এবং নিম্বার্কে প্রথম ও দ্বিতীয়ের সংমিশ্রণ। এই সকল আচার্য্য যে বেদান্তের ধর্ম্মের এক এক দিক্ দেখাইয়াছেন, চারি ভূমিতে চারিটি বৈদান্তিক মূলতত্ত্বের প্রয়োগ দ্বারা আমরা তাহা দেখাইয়াছি। এই চারিটি মূলতত্ত্বের একত্র সন্নিবেশে বেদান্তের ধর্ম্মের পূর্ণতা হয়। কি হয় আমরা তাহা দেখাইতে যত্ন করিব। চারিটির একতা দ্বারা বেদান্ত ধর্ম্মের পূর্ণতাসাধন করিতে হইলে নিম্ন ভূমিতে উহার পূর্ণতা হয় না, উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিলে তবে উহা পূর্ণতালাভ করে। গীতার ধর্ম্মের আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দেখিয়াছি, কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি তত দিন স্বতন্ত্র থাকে, যত দিন না অপরোক্ষ ব্রহ্মদর্শন ঘটে। বেদান্তধর্ম্মসম্বন্ধেও তাহাই। বেদান্তধর্ম্মের পূর্ব্বাপরের একতা অপরোক্ষব্রহ্মদর্শন হইলে তবে সম্ভবপর হয়। কিরূপে হয়, দিঙ্মাত্রনিদর্শনে তাহা দেখাইতে যত্ন করিব।

শ্রীমচ্ছঙ্কর নিবৃত্তিপথাবলম্বী। নিবৃত্তিপথে সিদ্ধ না হইলে অপরোক্ষ-ব্রহ্মদর্শনে কৃতার্থ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ভোগ-

প্রবৃত্তি ব্রহ্মদর্শনে অন্তরায়। ভোগের প্রতি লালসা ব্রহ্মবস্তু হইতে আমাদিগকে দূরে লইয়া যায়, ভোগের প্রতি বিতৃষ্ণা আমাদিগকে দূর হইতে নিকটে আনে। বিষয়বিরাগভিন্ন তৎপ্রতি বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইবে কি প্রকারে? সাংসারিক বিষয়সমূহের অনিত্যত্ব, পরিণামবিরসত্ব ইত্যাদি চিন্তন ও ধ্যান দ্বারা তৎপ্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদন-করিয়া ব্রহ্মসত্তায় চিত্তের অভিনিবেশ নিবৃত্তিপথের সাধন। এই সাধনে মন শান্ত হইলে "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই বাণী সাধক শুনিতে পান। এখানেই যদি সাধক স্থগিতগতি হন, তাহা হইলে অপর তিন ভূমির সাক্ষাৎকারের বিষয় আর তাঁহার সাক্ষাৎ অনুভবের বিষয় হয় না। চতুর্থ ভূমিতে শিবস্বরূপের সহিত সাক্ষাৎকার হইবার কথা। উহা যদি না হয়, তাহা হইলে অন্য তিন ভূমির সহিত যোগ কাটিয়া গেল। অপরোক্ষব্রহ্মদর্শনে বাহ্যাবরণ উন্মোচিত হইলে শিবস্বরূপ প্রত্যক্ষ হয়। শিবস্বরূপের সংস্পর্শে যখন সাধকে আনন্দের উচ্ছ্বাস উপস্থিত হয়, তখন সেই আনন্দে আত্মা, মন এবং বহির্জগৎ পর্য্যন্ত পূর্ণ হইয়া উঠে। এইরূপে তিন ভূমি আনন্দে পূর্ণ হইলে যিনি 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন, তিনি সকল ভূমিতে আপনার মঙ্গলমূর্ত্তি প্রকাশিত করেন, এবং প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে 'আমি আমি' বলিয়া উত্তর দিয়া সাধককে কৃতকৃত্য করেন। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেক কথা বলা হইয়াছে, তাহাতেই তিন ভূমির বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম হইবে।

প্রথম ভূমিতে জগতে জগতের নিয়ন্তাকে, দ্বিতীয় ভূমিতে অন্তর্জগতে কল্যাণবিধাতাকে, তৃতীয় ভূমিতে আত্মাতে আনন্দ-

বর্দ্ধনকে বুদ্ধিগোচর করিলেও অপরোক্ষ জ্ঞান সিদ্ধ হয় না, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। চতুর্থ ভূমিতে ব্রহ্মপরিচয়লাভ করিলে তৎপরে এই সকল ভূমির সহিত সম্বন্ধ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় কেন, তাহার কারণনির্দ্দেশকরা প্রয়োজন। নিবৃত্তি বিনা চতুর্থ ভূমিতে আরোহণ সিদ্ধ হয় না। নিবৃত্তিতে সিদ্ধ ব্যক্তির লক্ষণ কি তাহা না জানিলে এ ভূমির মহত্ত্ব আমরা কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব না। উপনিষদে সমুদায় প্রাণিগণের সহিত যোগে একাত্মতা উল্লিখিত হইয়াছে, এবং এই একাত্মতাতে ভূতগণের প্রতি বিদ্বেষ কেবল তিরোহিত হয় তাহা নহে, শোক-মোহাদিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হয়। বালকের ন্যায় সর্ব্বদা গর্ব্ববিরহিত না হইলে ঈদৃশ ভাবের উদয় হয় না, এজন্য সাধক সর্ব্বদা বালভাবে বাস করিতে অভিলাষ করিবেন, উপনিষৎ এই উপদেশ দিয়াছেন। শমদমাদি যে কোন উপায়ে এই ভাবপ্রাপ্তি হয়, উপনিষদের মতে তাহাই অনুসরণীয়। অনন্ত ভূমা মহান্ মঙ্গলময় পুরুষের সাক্ষাৎকারে এই বালভাব নিরতিশয় দৃঢ় হয়। এ অবস্থায় সাধকের আর আপনার ইচ্ছা থাকে না, ভগবদিচ্ছাই তাঁহার নিয়ামক হয়। চতুর্থ ভূমিতে যে আত্ম-পরিচয় লাভ হইয়াছে, এখন সেই আত্মপরিচয় তিন ভূমিতেই সাধক প্রাপ্ত হন। এ পরিচয় মঙ্গলের সহিত পরিচয়। মঙ্গলময়ের মঙ্গলক্রিয়াদর্শনে যখনই তাঁহাকে তৎসম্বন্ধে সাধক প্রশ্ন করেন, তখনই তিনি 'আমি' বলিয়া উত্তর দেন, সুতরাং মঙ্গলক্রিয়ার অবরোধকরা সাধকের পক্ষে অসম্ভব হয়। তিনি সর্ব্বদা মঙ্গলেরই বশবর্ত্তী হন, সুতরাং তাঁহার আপনার ইচ্ছা থাকে না। এই সময়ে তাঁহার আচরণ লোকচক্ষে অনেক সময়ে ভাল লাগে না ; কেন

না সাধারণ লোকে স্বেচ্ছানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে বলিয়া তাঁহার কার্য্যের মূল বুঝিতে তাহারা নিতান্ত অসমর্থ হয়। শুকদেবের জীবন উপনিষদুক্ত এই ধর্ম্মের দৃষ্টান্ত, সুতরাং তাঁহার জীবনের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া বক্তব্য বিষয় শেষকরা যাইতেছে।

শুকদেব বাল্যকাল হইতে মুমুক্ষু। কোন প্রকার গৃহস্থধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল না। রাজর্ষি জনক তাঁহার এই ভাবের অনুমোদন করেন, তাহাতে তিনি তীব্র বেগের সহিত সাধনে প্রবৃত্ত হন। এই সাধনে তিনি সর্ব্বভূতের সহিত একাত্মতা· লাভ করেন। পিতা ব্যাস আর তাঁহাকে পাইবেন না, এই আশঙ্কায় শোকে অভিভূত হন। তিনি সর্ব্বভূতের সহিত একাত্মতালাভ করিয়া সেখানেই আপনার গতি স্থগিত করেন নাই। নূতন ভাবে জগৎ ও জীবের সহিত সম্বন্ধস্থাপন হইলে তিনি পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আত্মতুল্য যোগনিরতা নারীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার সংসার যোগীর সংসার ছিল, তাঁহার গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ভগবদনুরাগমূলক ছিল, সুতরাং তাঁহার তনয়গণ প্রত্যেকেই যোগাচার্য্যপদবী লাভ·করিলেন। ঈশ্বরের সহিত নিত্য যোগে যুক্ত হইয়া, ঈশ্বরানুরাগে উদ্দীপ্ত-হৃদয় হইয়া তাঁহার সংসারধর্ম্মপালন এবং সেই ধর্ম্মে স্থিতি করিয়া মুক্তিলাভ দেখাইয়া দেয়, উপনিষদের সমগ্রধর্ম্ম তাঁহার জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছিল। জগতে, জীবে, সমুদায় ব্যবহারে ব্রহ্মের সহিত অবিচ্ছেদযোগবশতঃ যোগের যে পূর্ণতা উপস্থিত হয়, *

---

* ঐকাশ্রম্যং গৃহস্থস্য চতুর্ণাং শ্রুতিদর্শনাৎ।
তস্মাদ্গার্হস্থ্যমেবৈকং বিজ্ঞেয়ং ধর্ম্মসাধনম্॥
কুর্ম্মপুরাণ ২অ.।

গৃহ ভিন্ন অন্যত্র সে পূর্ণতালাভের সম্ভাবনা নাই, এজন্যই উপনিষৎ গার্হস্থ্যেই ঔপনিষদ ধর্ম্মের পর্য্যবসান করিয়াছেন। বাল্যকাল হইতে মোক্ষনিরত ব্যাসতনয় শুক আত্মজীবনে ঔপনিষদ ধর্ম্মের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাতে আমাদের পক্ষে সে ধর্ম্ম বুঝিবার অল্প সাহায্য এর নাই।

এক গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া চারি আশ্রমের ধর্ম্ম প্রতিপালিত হইতে পারে এজন্য গৃহস্থাশ্রম সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মসাধনের উপযোগী। গৃহস্থাশ্রমে যে সকল বিশেষ কর্ত্তব্য প্রতিপালিত হয়, তাহার সঙ্গে ঋষিগণ ব্রহ্মযোগ এমনই ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন যে, উপনিষৎ পাঠে অবাক্ হইতে হয়, এমন সকল ব্যাপারের সঙ্গে ঈদৃশ উচ্চযোগের সম্বন্ধ ঋষিগণ কি প্রকারে সংঘটিত করিয়াছেন। আহারপানাদি এমন কোন কার্য্য নাই, উপনিষদের প্রণালী অবলম্বন করিলে যাহা যোগচ্ছেদের কারণ হইতে পারে। ঐ প্রণালীর কঠিন আবরণ উন্মোচন করিলে তন্মধ্যে এমন সরসধর্ম্ম-লাভ হয় যে, উপনিষদই পরবর্ত্তী প্রেমের ধর্ম্মের মূল তৎসম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না। বিজ্ঞানভিক্ষু ভালই বলিয়াছেন ;—"যস্মিন্ হি পক্ষে গার্হস্থ্যাদৌ বিক্ষেপপ্রাবল্যেন ব্রহ্মৈকাগ্র্যং ন সম্ভবতি তস্মিন্ পক্ষে ব্যাসঙ্গনিবৃত্তিদ্বারোপকারিণী প্রব্রজ্যা জ্ঞানাঙ্গতয়া বিধীয়তে ন নিয়মেনেত্যর্থঃ। নিয়মে সতি বক্ষ্যমাণস্য গৃহস্থেনোপসংহারস্যানুপপত্তেঃ...'তত্ত্বজ্ঞানেন মুচ্যন্তে যত্র তত্রাশ্রমে রতাঃ' ইত্যাদি স্মৃতিবিরোধাচ্চ।" এই জন্যই স্বয়ং ব্যাস স্বতনয় শুককে বলিয়াছিলেন "একোবাপ্যাশ্রমানেতান্ যোঽনুতিষ্ঠেদযথাবিধি। অকামদ্বেষসংযুক্তঃ স পরত্র বিধীয়তে॥" শান্তিপর্ব্ব ২৪১অ, ১৪শ্লো।